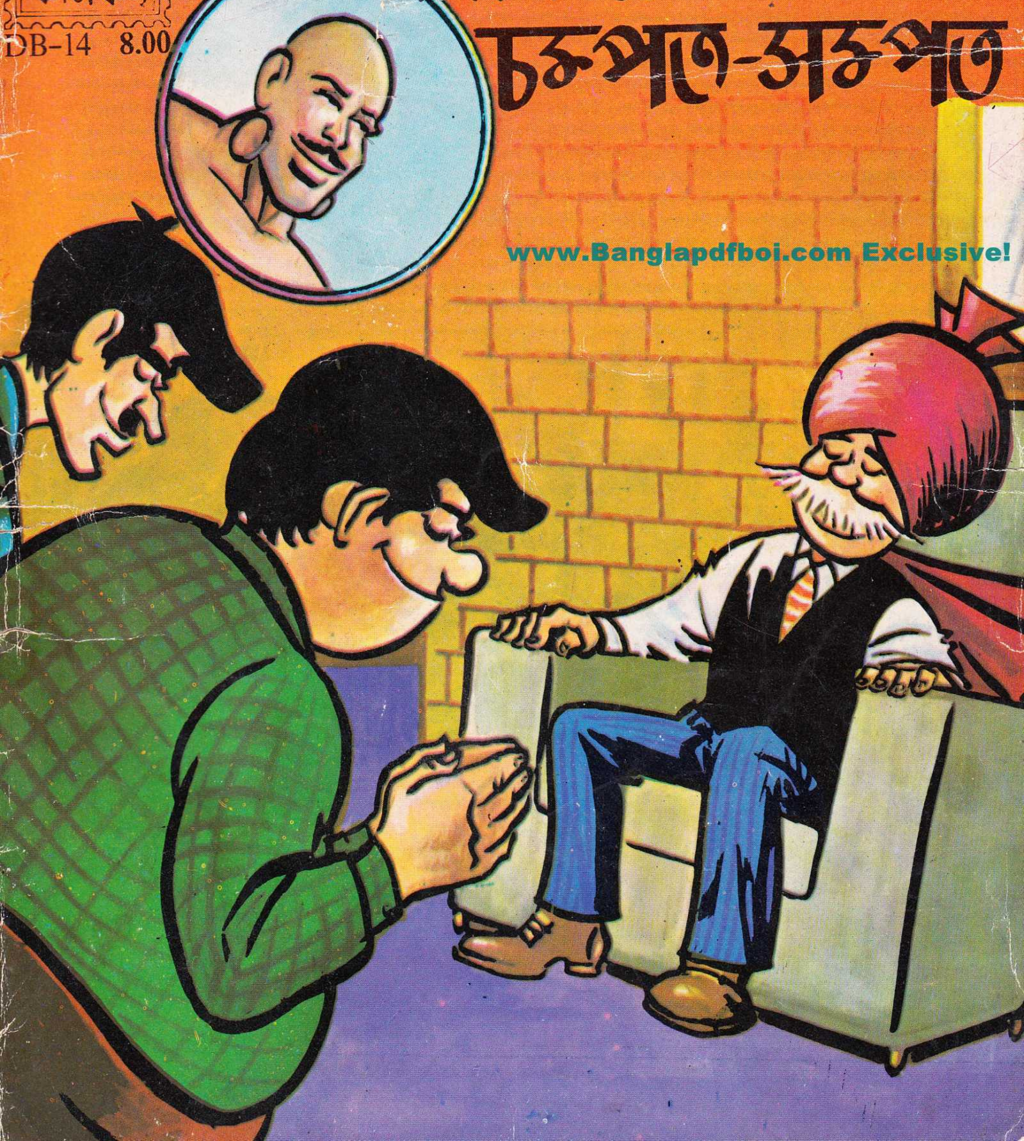
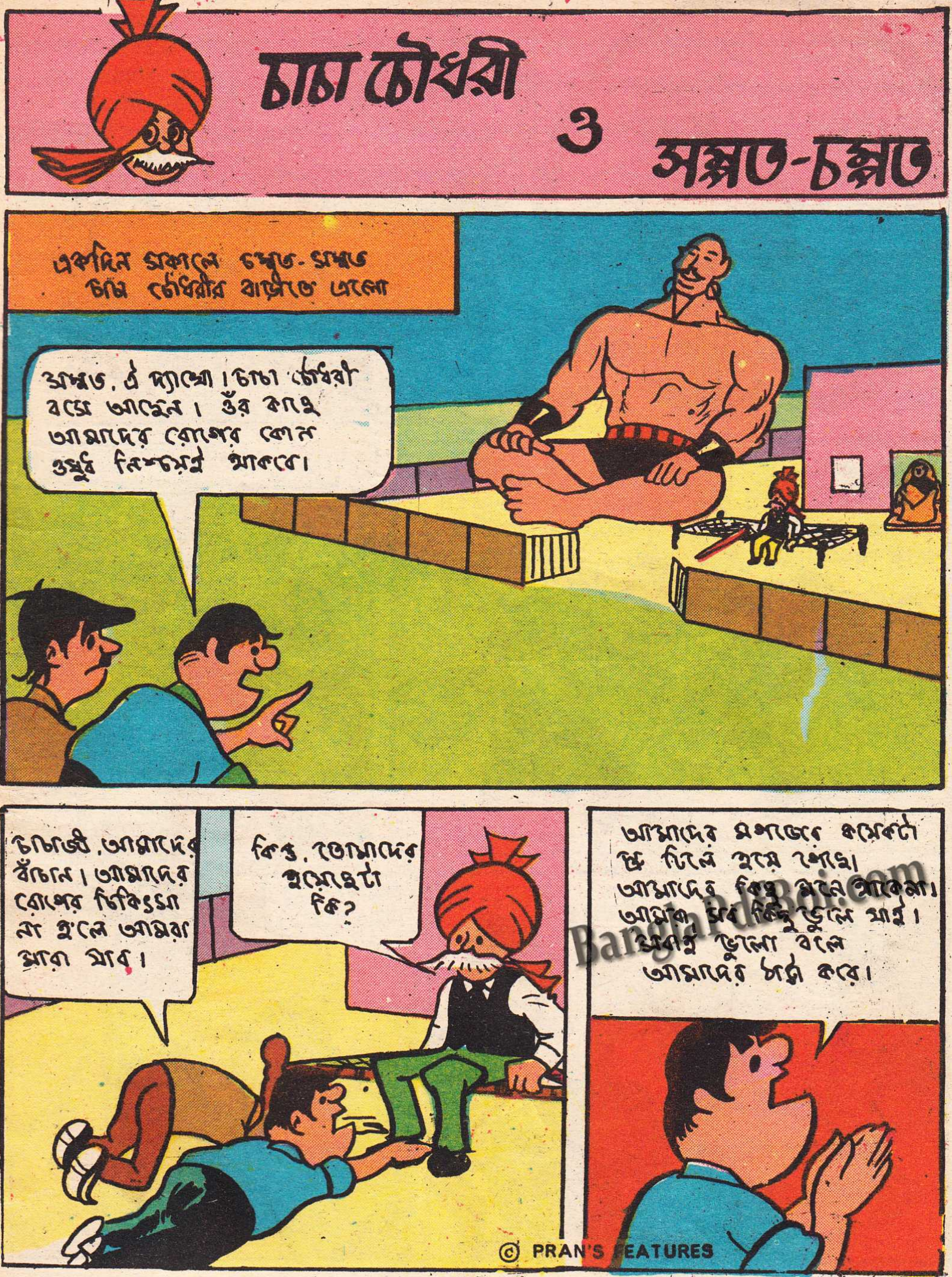
ডায়মণ্ড কমিকস

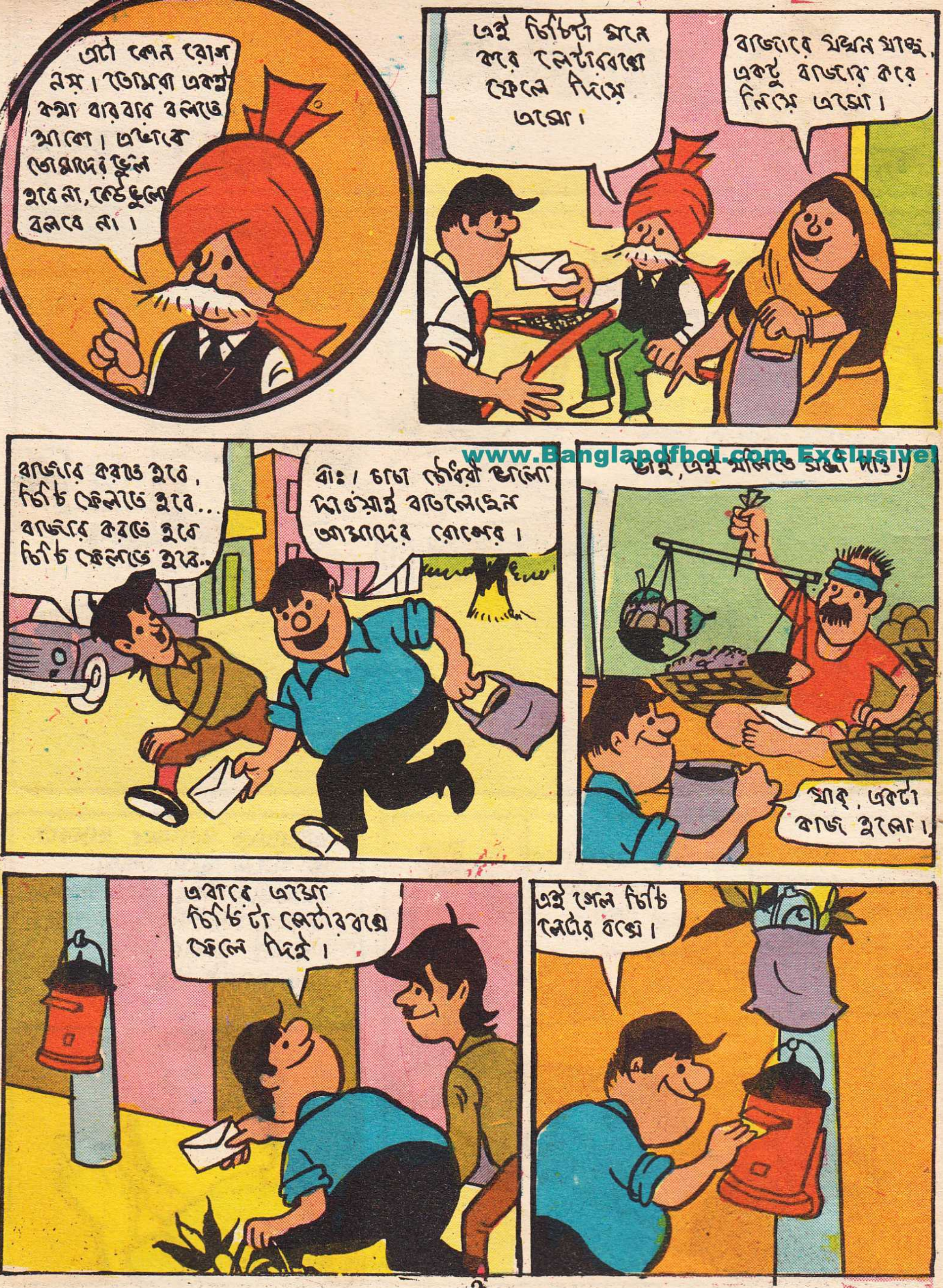
DB-14 8.00

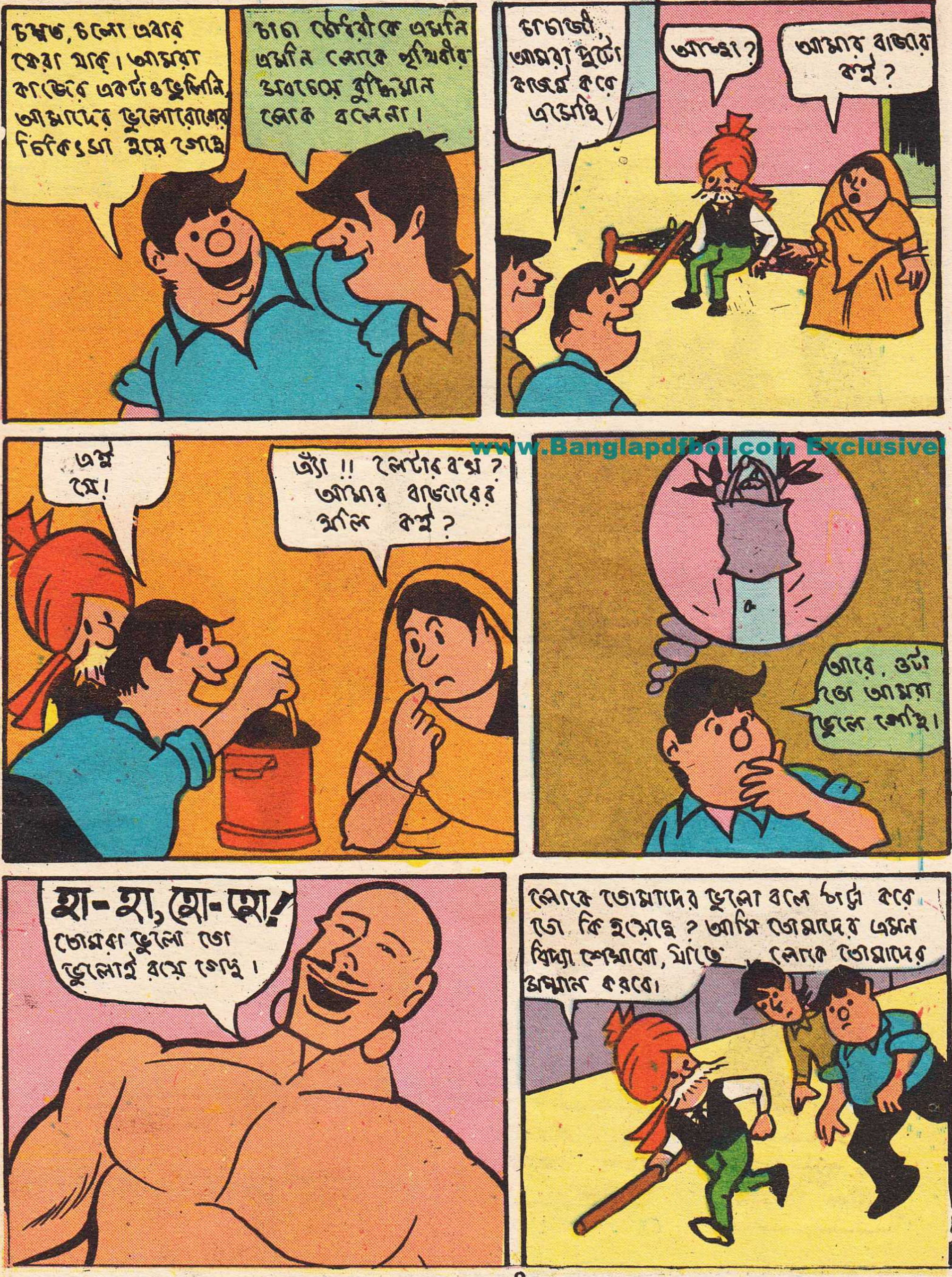
প্রাণ

চাচা চৌধুরী ও চম্পত-সম্পত




চাচা চৌধুরী ও সম্পত-চম্পত
একদিন সকালে চম্পত-সম্পত চাচা চৌধুরীর বাড়ীতে এলো
সম্পত, ঐ দ্যাখো। চাচা চৌধুরী বসে আছেন। ওঁর কাছে আমাদের রোগের কোন ওষুধ নিশ্চয়ই থাকবে।
চাচাজী, আমাদের বাঁচান। আমাদের রোগের চিকিৎসা না হলে আমরা মারা যাব।
কিন্তু, তোমাদের অসুখটা কি?
আমাদের মগজের কয়েকটা স্ক্রু ঢিলে হয়ে গেছে। আমাদের কিছু মনে থাকেনা। আমরা সব কিছু ভুলে যাই। সবাই ভুলো বলে আমাদের ঠাট্টা করে।
© PRAN'S FEATURES


এটা কোন রোগ নয়। তোমরা একই কথা বারবার বলতে থাকো। এভাবে তোমাদের ভুল হবে না, কেউ ভুলে বলবে না।
এই চিঠিটা মনে করে লেটারবাক্সে ফেলে দিয়ে এসো।
বাজারে যখন যাচ্ছ, একটু বাজার করে নিয়ে এসো।
বাজার করতে হবে, চিঠি ফেলতে হবে... বাজার করতে হবে চিঠি ফেলতে হবে..
বাঃ! চাচা চৌধুরী ভালো দাওয়াই বাতলেছেন আমাদের রোগের।
ভাই, এই থলিতে সব্জী দাও!
যাক্, একটা কাজ হলো।
এবারে এসো চিঠিটা লেটারবক্সে ফেলে দিই।
এই গেল চিঠি লেটার বক্সে।


চম্পত, চলো এবার ফেরা যাক্। আমরা কাজের একটাও ভুলিনি, আমাদের ভুলোরোগের চিকিৎসা হয়ে গেছে।
চাচা চৌধুরীকে এমনি এমনি লোকে পৃথিবীর সবচেয়ে বুদ্ধিমান লোক বলে না।
চাচাজী, আমরা দুটো কাজই করে এসেছি।
আচ্ছা?
আমার বাজার কই?
এই যে!
অ্যাঁ!! লেটার বক্স? আমার বাজারের থলি কই?
আরে, ওটা তো আমরা ভুলে গেছি।
হা-হা, হো-হো! তোমরা ভুলো তো ভুলোই রয়ে গেছ।
লোকে তোমাদের ভুলো বলে ঠাট্টা করে তো কি হয়েছে? আমি তোমাদের এমন বিদ্যা শেখাবো, যাতে লোকে তোমাদের সম্মান করবে।



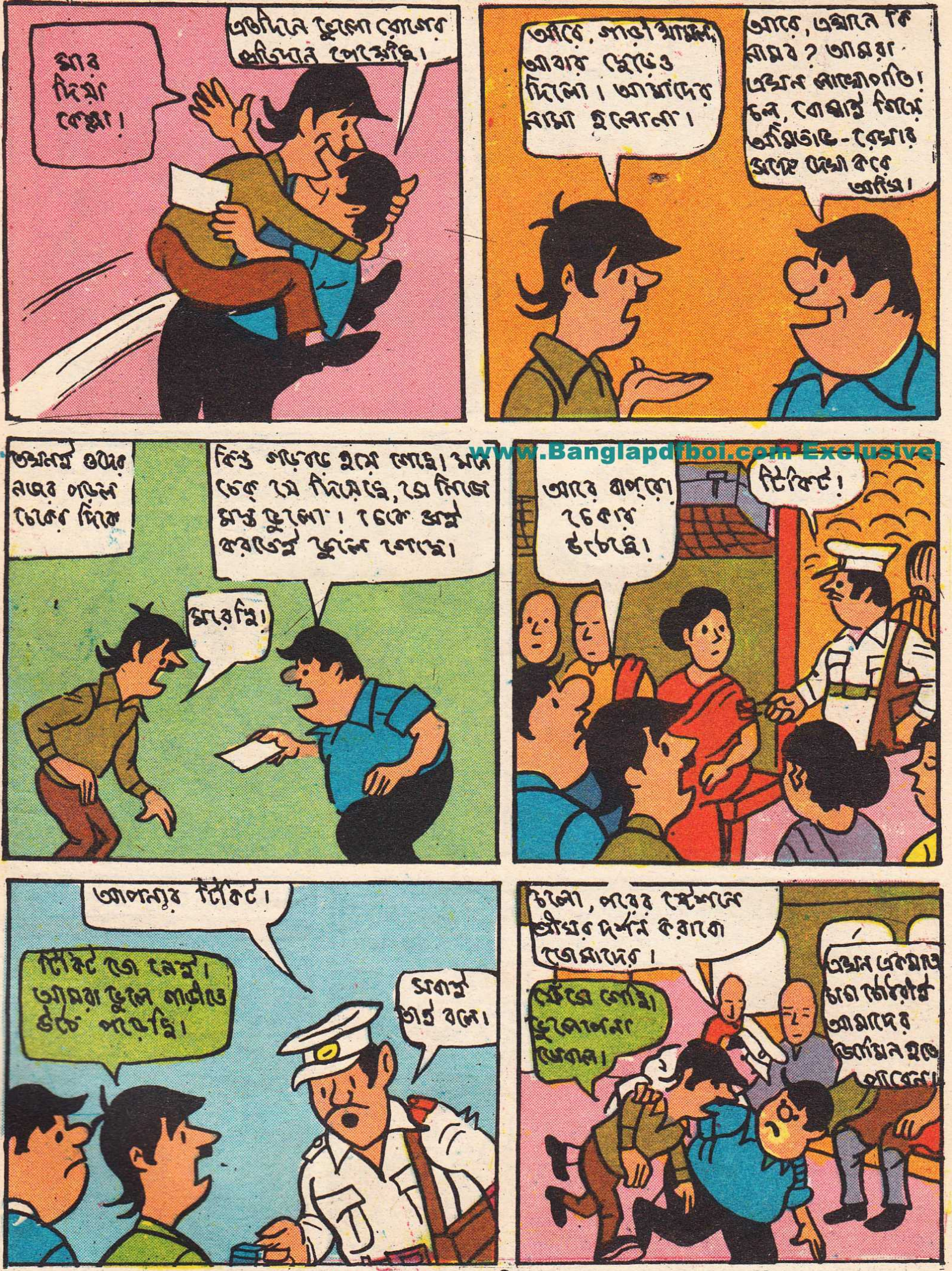
এটা আকাশ থেকে প্যারাশুট-ঝাঁপের খেলা। লোকে তোমাদের ঝাঁপ দেখে হাঁ হয়ে যাবে আর বাহবা দেবে।
আমি একমাত্র ঝাঁপ দেবো।
ঠিক আছে
চম্পত-ডম্পত, তোমরা রেডী?
রেডী!
ঝাঁপ-দাও!
এক-দুই-তিন! ঝাঁপ দিলাম!
বাঃ! এটা তো বেশ মজার খেলা।
দেখি, ওরা ঠিক-মতো ঝাঁপ দিলো কিনা।

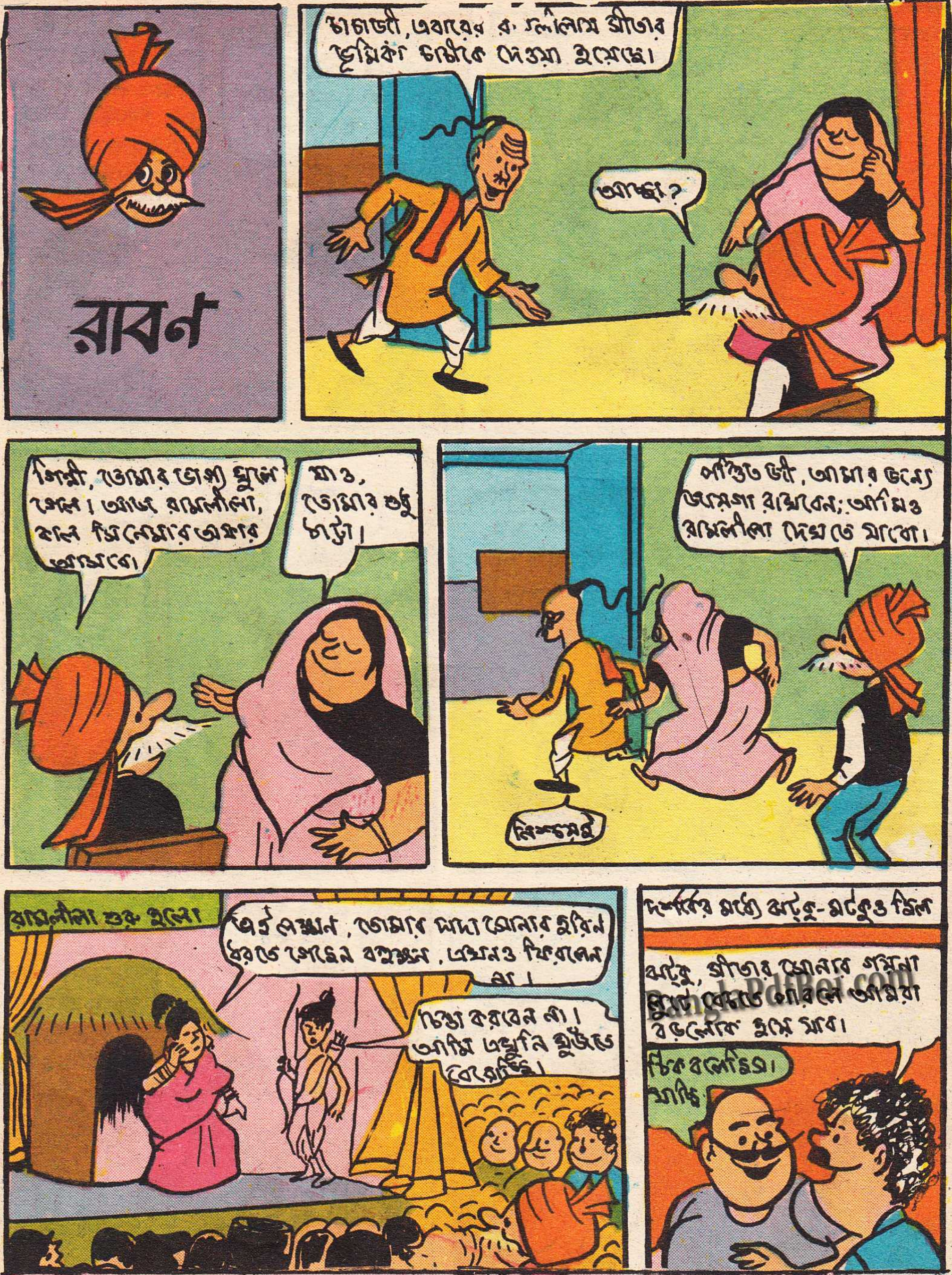


অ্যাঁ!!! এ আমি কী দেখছি?
কেউ বলতে পারবে না যে, আমরা ভয়ের চোটে লাফাইনি।
কিন্তু আমরা কিছু ভুলে গেছি মনে হচ্ছে!
ওহো! মনে পড়েছে! প্যারাশুট!
মরে গেছি
বাপরে!
সমুদ্রে পড়ায় প্রাণে বেঁচেছি।
এই বুড়ো লোকটা আমাদের ঠকাবে।
ও দ্যাখো, চাচা চৌধুরী আমাদের জন্য অপেক্ষা করছেন।

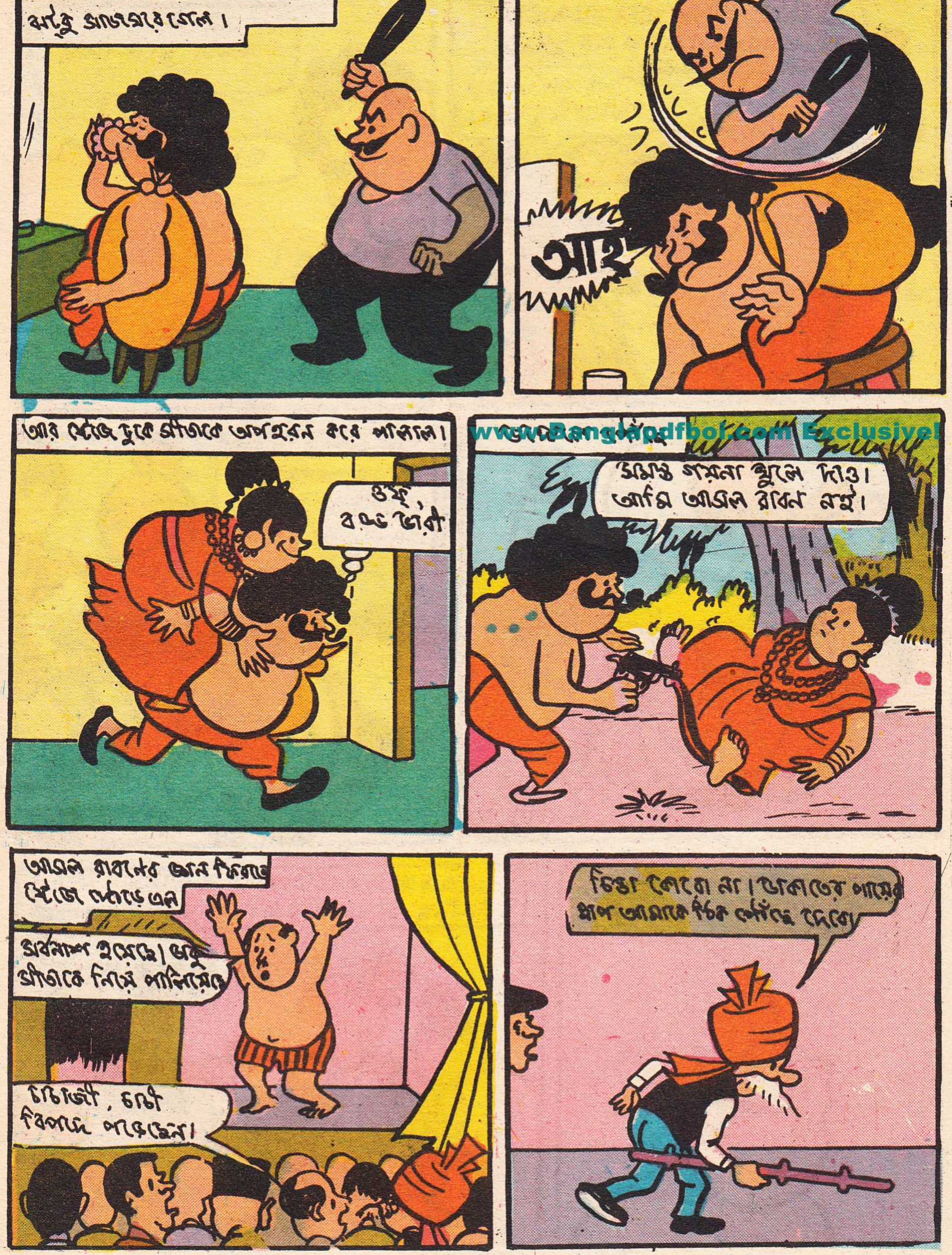

এরপর বাড়ী পৌঁছোলো
তোমাদের বোম সাওয়াই উঠিলে। বর্ধমানে আমার এক হাকিম বন্ধু আছে। আমি ওর সাথে পরামর্শ করব
ঠিক আছে। আমরা ট্রেনে তুলে দিয়ে আসব।
ভারতীয় রেল
চাচাজী! দৌড়োম! গাড়ী ছাড়লো বলে।
একটু পরেই ট্রেন ছাড়লো
আরে গাড়ী আমাও! বড্ড ভুল হয়ে গেছে

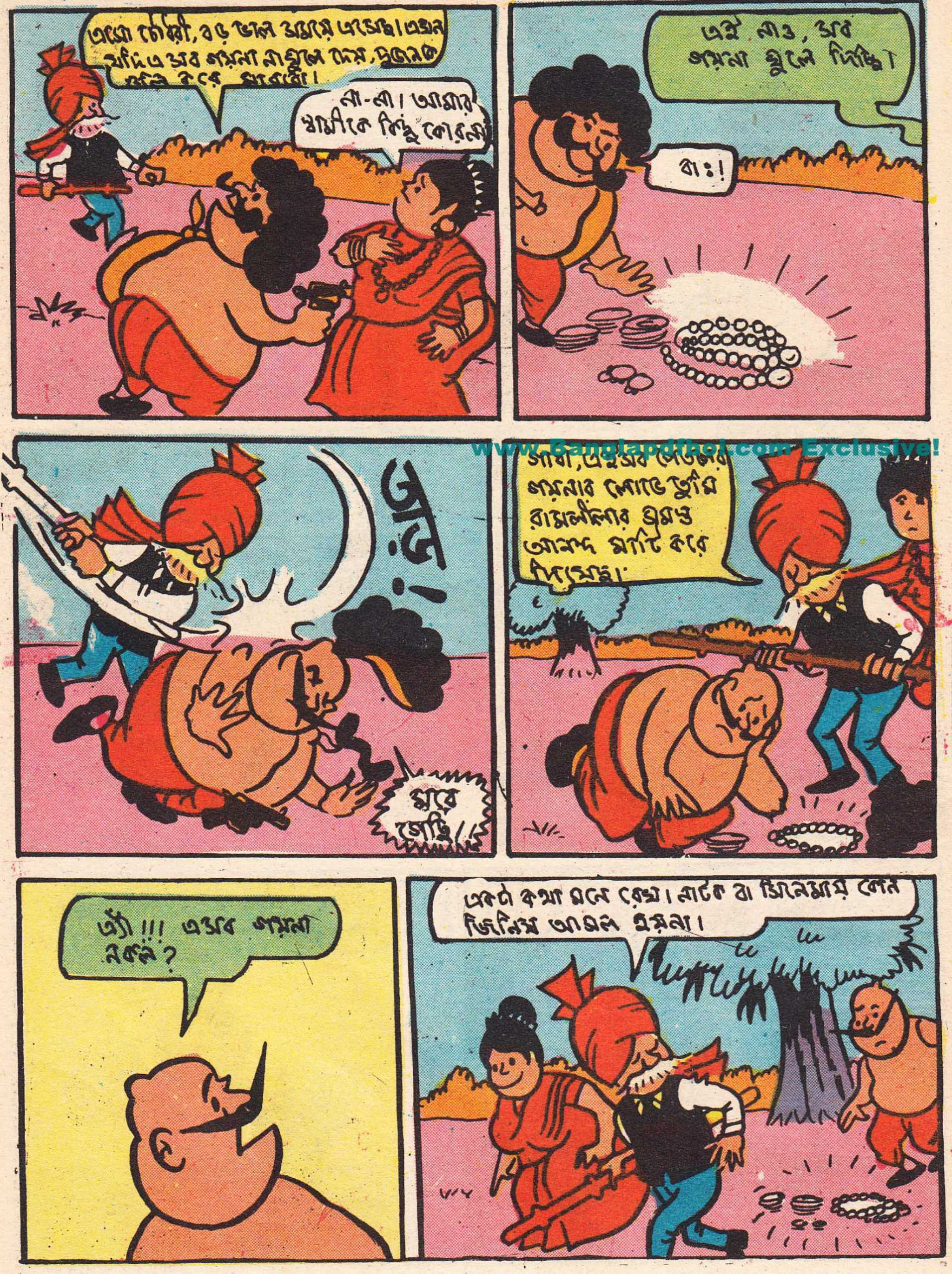

আরে ভাই! চেঁচাচ্ছ কেন? তোমরা নিজেরা উঠেছ, মালপত্রও সব উঠেছে। তাহলে ভুলটা কি হলো?
আমরা ভুলে গেছিলাম যে, আমরা ট্রেনে চড়তে নয়, চড়াতে এসেছিলাম। যার যাবার কথা, সে প্ল্যাটফর্মেই রয়ে গেছে।
হা হা
হা হা
হো হো
হি হি
বাঃ! আমি সারা ভারত ভুলো সংঘের সভাপতি। আমি ভারতের সবচেয়ে ভুলো লোককে খুঁজছিলাম। আজ পেয়ে গেছি।
ভারতের সবচেয়ে ভুলো হওয়ার জন্যে সারা ভারত ভুলো সংঘের তরফ থেকে এক লাখ টাকার চেক গ্রহণ করুন।
তখনই গাড়ী থামল
চলি, আমার স্টেশন এসেছে।
ধন্যবাদ।


মার দিয়া কেল্লা!
এতদিনে ভুলো ভোলের প্রতিদান পেয়েছি।
আরে, গাড়ী আবার ছেড়েও দিলো। আমাদের নামা হলোনা।
আরে, এখানে কি নামব? আমরা এখন লাখোপতি! চল, বোম্বাই গিয়ে অমিতাভ-রেখার সঙ্গে দেখা করে আসি।
তখনই ওদের নজর পড়ল চেকের দিকে
কিন্তু গড়বড় হয়ে গেছে। মনে হচ্ছে যে দিয়েছে, সে নিজে মস্ত ভুলো। চেকে সই করতেই ভুলে গেছে।
মরেছি!
আরে বাপ্‌রে! চেকার উঠেছে!
টিকিট!
আপনার টিকিট।
টিকিট তো নেই। আমরা ভুলে গাড়ীতে উঠে পড়েছি।
সবাই তাই বলে।
চলো, পরের স্টেশনে শ্রীঘর দর্শন করাবো তোমাদের।
ফেঁসে গেছি! ভুলোমনা ভোবল।
এখন একমাত্র চাচা চৌধুরীই আমাদের জামিন হতে পারেন।



রাবন
চাচাজী, এবারের রামলীলায় সীতার ভূমিকা চাচীকে দেওয়া হয়েছে।
আচ্ছা?
গিন্নী, তোমার ভাগ্য খুলে গেল। আজ রামলীলা, কাল সিনেমার অফার আসবে।
যাও, তোমার শুধু ঠাট্টা।
পণ্ডিত জী, আমার জন্যে জায়গা রাখবেন; আমিও রামলীলা দেখতে যাবো।
নিঃশব্দে
রামলীলা শুরু হলো।
এই লক্ষ্মণ, তোমার দাদা সোনার হরিণ ধরতে গেছেন বহুক্ষণ, এখনও ফিরলেন না।
চিন্তা করবেন না। আমি এখুনি খুঁজতে বেরোচ্ছি।
দর্শকের মধ্যে ঝন্টু-মন্টুও ছিল
ঝন্টু, সীতার সোনার গয়না লুট করতে পারলে আমরা বড়লোক হয়ে যাব।
ঠিক বলেছিস। যাচ্ছি।


মন্টু সাজঘরে গেল।
আঃ
আর স্টেজে ঢুকে সীতাকে অপহরন করে পালাল।
উফ্, বড্ড ভারী
সমস্ত গয়না খুলে দাও। আমি আসল রাবন নই।
আসল রাবনের জ্ঞান ফিরতে স্টেজে দৌড়ে এল
সর্বনাশ হয়েছে। মন্টু সীতাকে নিয়ে পালিয়েছে
চাচাজী, চাচী বিপদে পড়েছেন।
চিন্তা কোরো না। ডাকাতের পায়ের ছাপ আমাকে ঠিক পৌঁছে দেবে।



ওগো চৌধুরী, বড় ভাল সময়ে এসেছ। এখন যদি ও সব গয়না খুলে দেয়,
না-না! আমার স্বামীকে কিছু কোরনা
এই নাও, সব গয়না খুলে দিচ্ছি।
বাঃ!
আঃ!
মরে গেছি!!
www.Banglapdfboi.com Exclusive!
বাবা, এ সব সেটের গয়নার লোভে তুমি রামলীলার সমস্ত আনন্দ মাটি করে দিয়েছ।
অ্যাঁ!!! এসব গয়না নকল?
একটা কথা মনে রেখ। নাটক বা সিনেমায় কোন জিনিষ আসল হয়না।


সোনা ভর্ত্তি বাক্স
কাগজে শুধু খুন-জখম, লুটতরাজ, রাহাজানির খবর ভর্ত্তি। জানিনা, দিন-কে-দি
লোকেদের বিবেক নষ্ট হয়ে যাচ্ছে
চাচাজী, কিছু সাহায্য করুন। আমি গত কয়েক মাস ধরে বেকার।
আরে, তুমি কোন কাজকর্ম করোনা কেন?
আমি ট্যাক্সি চালা- তাম। অ্যাক্সিডেন্টে আমার হাতের হাড় ভেঙ্গে
সত্যি, তোমায় সাহায্য করা উচিত। এই বাক্সে প্রচুর সোনা আছে। পুরো বাক্সটা নিয়ে যাও আর বাকী জীবনটা আরামে কাটাও।
উ-উফ !!



গরীবের সঙ্গে ঠাট্টা! এত ভারী বাক্স একহাতে তুলব কি করে? আমার অন্য হাত ঠিক থাকলে অন্য কথা ছিল।
তোমার ভাগ্যে সোনা নেই। এই নাও পাঁচশো টাকা। আপাততঃ এই দিয়ে কাজ চালাও।
দানবীর চাচা চৌধুরী জিন্দাবাদ। আমার হাত ভাঙা থাকায় পাঁচশো টাকা দিয়ে সাহায্য করেছেন।
এক হাত ভাঙা নিয়েও যদি পাঁচশো পায়, আমি আমার দুটো হাতই ভেঙে নিই।
চাচাজী, আমি নাল্লু ট্রাক ড্রাইভার। ট্রাক এ্যাক্সিডেন্টে আমার দুটো হাতই ভেঙে গেছে। আমায় কিছু সাহায্য করুন।
নাল্লু, এ সোনা ভর্তি বাক্সটা নিয়ে যাও আর বাকী জীবনটা সুখে শান্তিতে কাটাও।


হিয়া !!
আমার দুটো হাত ভাঙ্গা থাকায় চাচা চৌধুরী সোনাভর্তি বাক্স দিলেন
চাচাজী, নাক্ষু ভাইভার আপনাকে বোকা বানিয়েছে। ওর দুটো হাতই ভাঙ্গা থাকলে অত ভারী বাক্স তুললো কিভাবে
সাবু, কে যে কাকে বোকা বানিয়েছে কে বলতে পারে?
গিন্নী, এই সোনাভর্তি বাক্স এনেছি।
আচ্ছা? খুলে সব সোনা বার করো।
ওহো! পাথর
এগুলো নিজের মাথায় মারো
চাচা চৌধুরীর মগজ কম্পিউটারের চেয়েও প্রখর

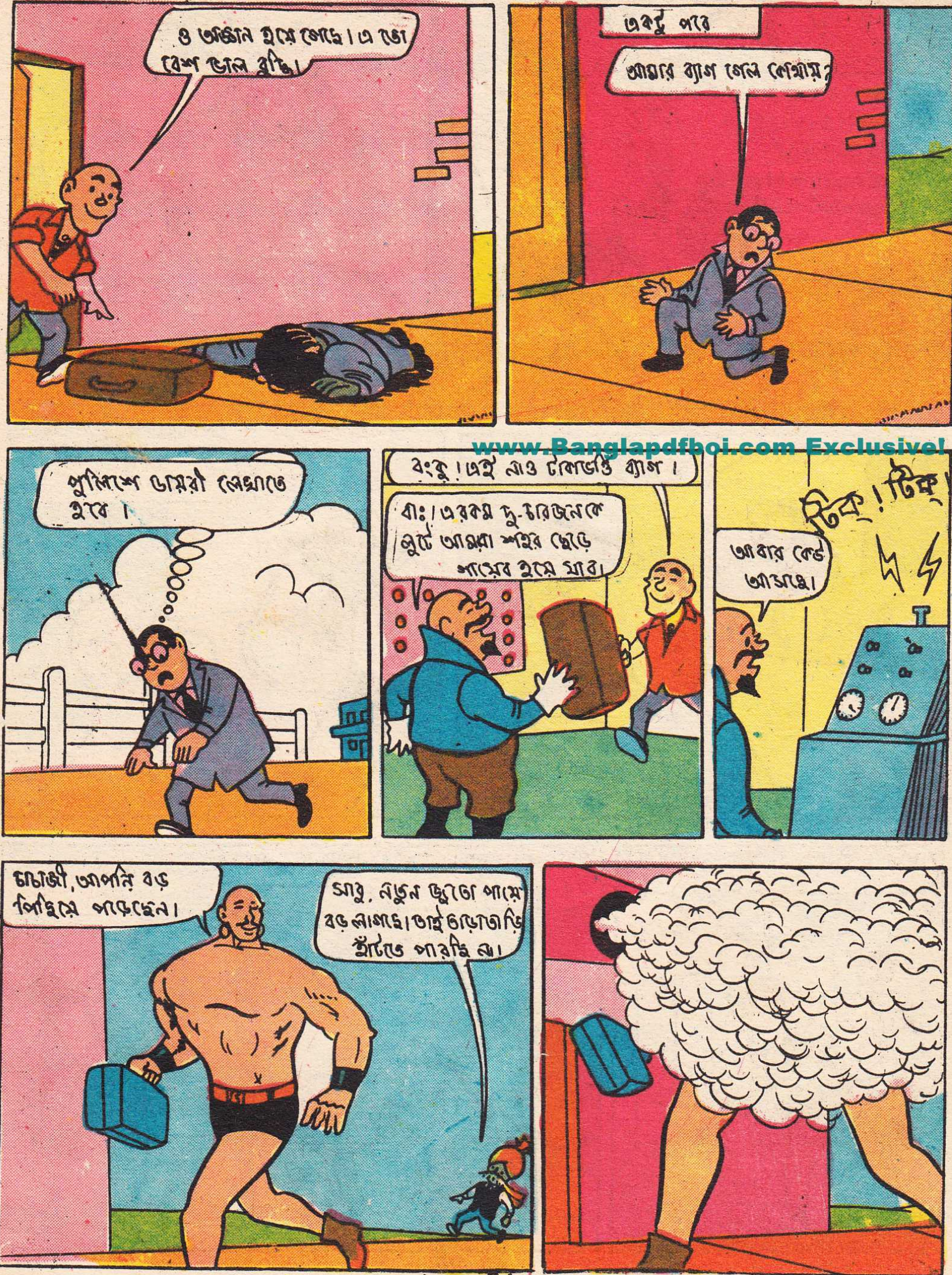

হালাকু
হালাকু, এত লম্বা তলোয়ার?
এটা শুধু মাত্র পৃথিবীর সবচেয়ে লম্বা তলোয়ারই নয়, সবচেয়ে ধারালো ও বটে। এটা দিয়ে সব কিছু কাটা যায়, পাথর ও।
দ্যাখো, হালাকুর তলোয়ার বাড়ীকেও তরমুজের মতো কেটে ফেলল।
কিন্তু তোমার তলোয়ার কি চাচা চৌধুরীর মাথা কাটতে পারবে?
ঠাট্টা কোর না, দুমদাম সিং। ওর মাথা লোহা বা পাথরের তৈরী হলেও এর সামনে কিছু নয়।


একবার শুধু চাচা চৌধরীকে এর আওতার মধ্যে আসতে দাও।
তাহলে এসো আমার সঙ্গে।
সাবু, তোমার কাকী বালি আনতে বলেছিল। তুমি ওটা নিয়ে এসো
ঠিক আছে, চাচাজী।
আমি বুকস্টল থেকে কাগজ কিনে নিয়ে আসছি।
ঐ চাচা চৌধরী আসছে। আমি কথায় কথায় ওকে আটকে রাখছি। তুমি পেছন থেকে মারো।
চাচাজী, হন্তদন্ত হয়ে চললেন কোথায় ?
আজ ... খবরের কাগজ ... খবরের কাগজ ছাড়া আমার চলেনা। তাই দোকান থেকে কিনে আনতে যাচ্ছি।
এখানে বসে আমার কাগজটা আপনি পড়ে নিন।
গাছের ছায়ায় বসে পড়াটাই সবচেয়ে নিরাপদ
?

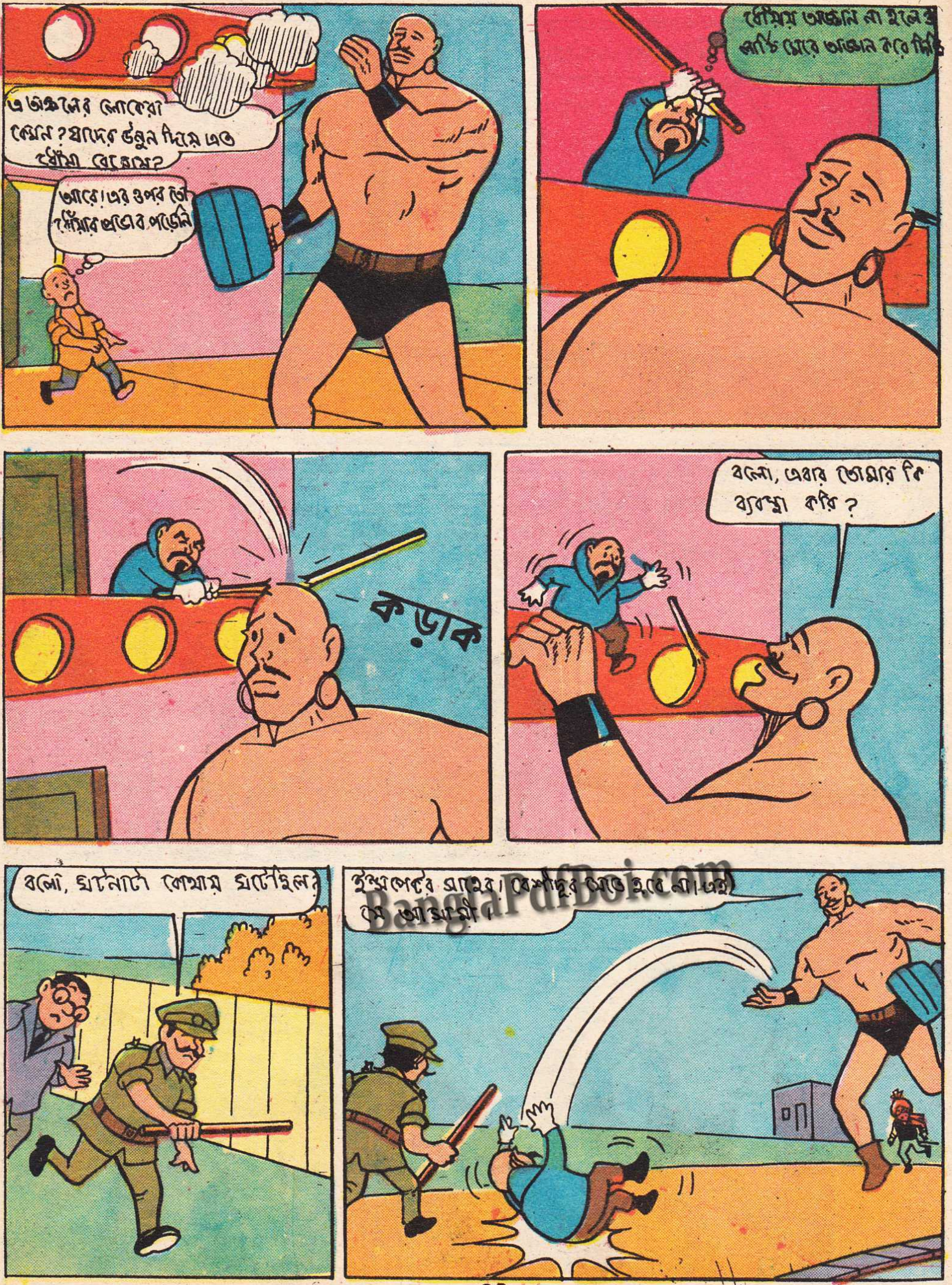

হা-হা-হা! ও আমার দিকে পেছন করে বসেছে। ব্যস্, এক কোপেই সারা খেল খতম।
ঘটাক্
বাঁচাও!
চাচা চৌধুরীর মগজ কম্পিউটারের চেয়েও প্রখর



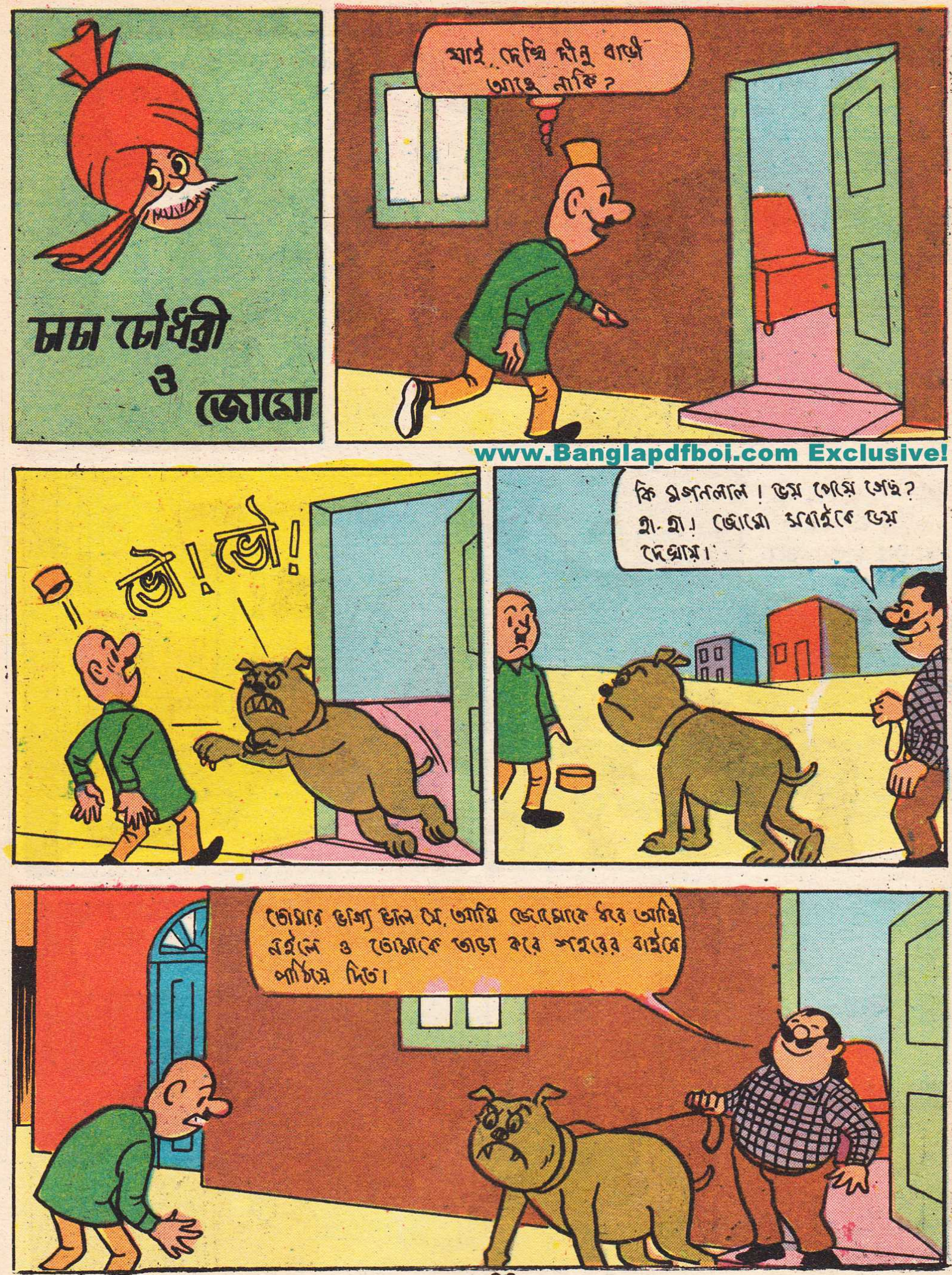
বৈজ্ঞানিক বংকু
বৈজ্ঞানিক বংকু
উমেট! আমি সহজে পয়সা রোজগার করার একটা রাস্তা বার করেছি।
কিভাবে বংকু?
আমি এই যন্ত্রটা আবিষ্কার করেছি। কোন পথিক রাস্তা দিয়ে গেলেই এর এরিয়ালে আওয়াজ হবে। আমি বোতাম টিপলেই ধোঁয়া বেরোবে আর পথিক অজ্ঞান হয়ে যাবে।
বংকু, আওয়াজ হচ্ছে।
আমি বোতাম টিপেছি
টিক্! টিক্!
এই টাকাগুলো ব্যাংকে জমা করতে হবে।
ওমো!


ও অজ্ঞান হয়ে গেছে। এ তো বেশ ভাল বুদ্ধি।
একটু পরে
আমার ব্যাগ গেল কোথায়?
পুলিশে ডায়রী লেখাতে হবে।
বংকু! এই নাও টাকাভর্তি ব্যাগ।
বাঃ! এরকম দু-চারজনকে লুটে আমরা শহর ছেড়ে গায়েব হয়ে যাব।
টিক্! টিক্!
আবার কেউ আসছে।
চাচাজী, আপনি বড় পিছিয়ে পড়ছেন।
সাবু, নতুন জুতো পায়ে বড় লাগছে। তাই তাড়াতাড়ি হাঁটতে পারছি না।


ও অজ্ঞান হয়ে গেছে। এ তো বেশ ভাল বুদ্ধি।
একটু পরে
আমার ব্যাগ গেল কোথায়?
পুলিশে ডায়রী লেখাতে হবে।
বংকু! এই নাও টাকাভর্তি ব্যাগ।
বাঃ! এরকম দু-চারজনকে লুটে আমরা শহর ছেড়ে গায়েব হয়ে যাব।
টিক্! টিক্!
আবার কেউ আসছে।
চাচাজী, আপনি বড় পিছিয়ে পড়ছেন।
সাবু, নতুন জুতো পায়ে বড় লাগছে। তাই তাড়াতাড়ি হাঁটতে পারছি না।

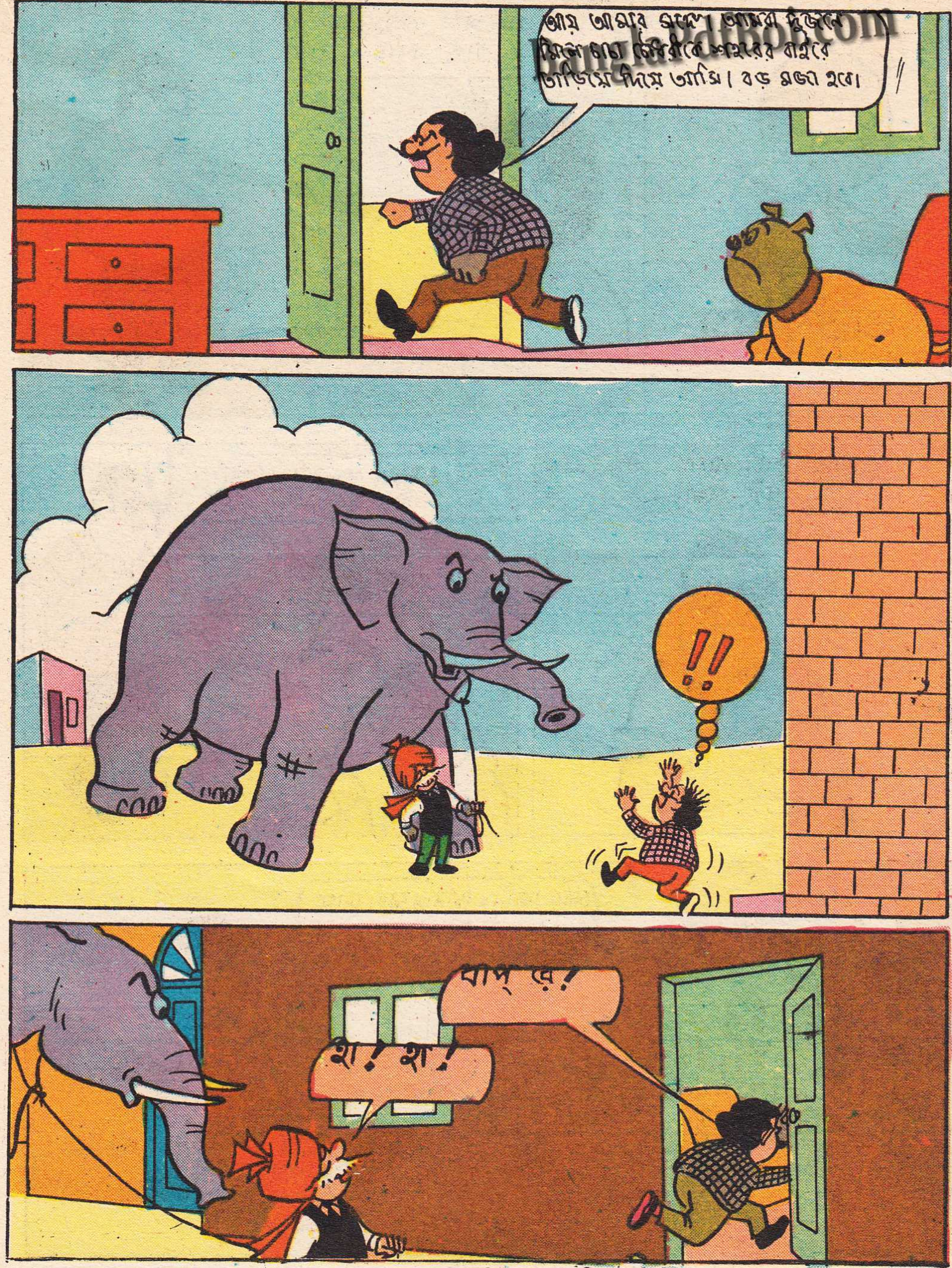


এ অঞ্চলের লোকেরা কেমন? যাদের উনুন দিয়ে এত ধোঁয়া বেরোয়?
আরে! এর ওপর তো ধোঁয়ার প্রভাব পড়েনি
ধোঁয়ায় অজ্ঞান না হলে ও লাঠি মেরে অজ্ঞান করে দিই
কড়াক
বলো, এবার তোমার কি ব্যবস্থা করি?
বলো, ঘটনাটা কোথায় ঘটেছিল?
ইন্সপেক্টর সাহেব! বেশীদূর যেতে হবে না। এই যে আসামী!

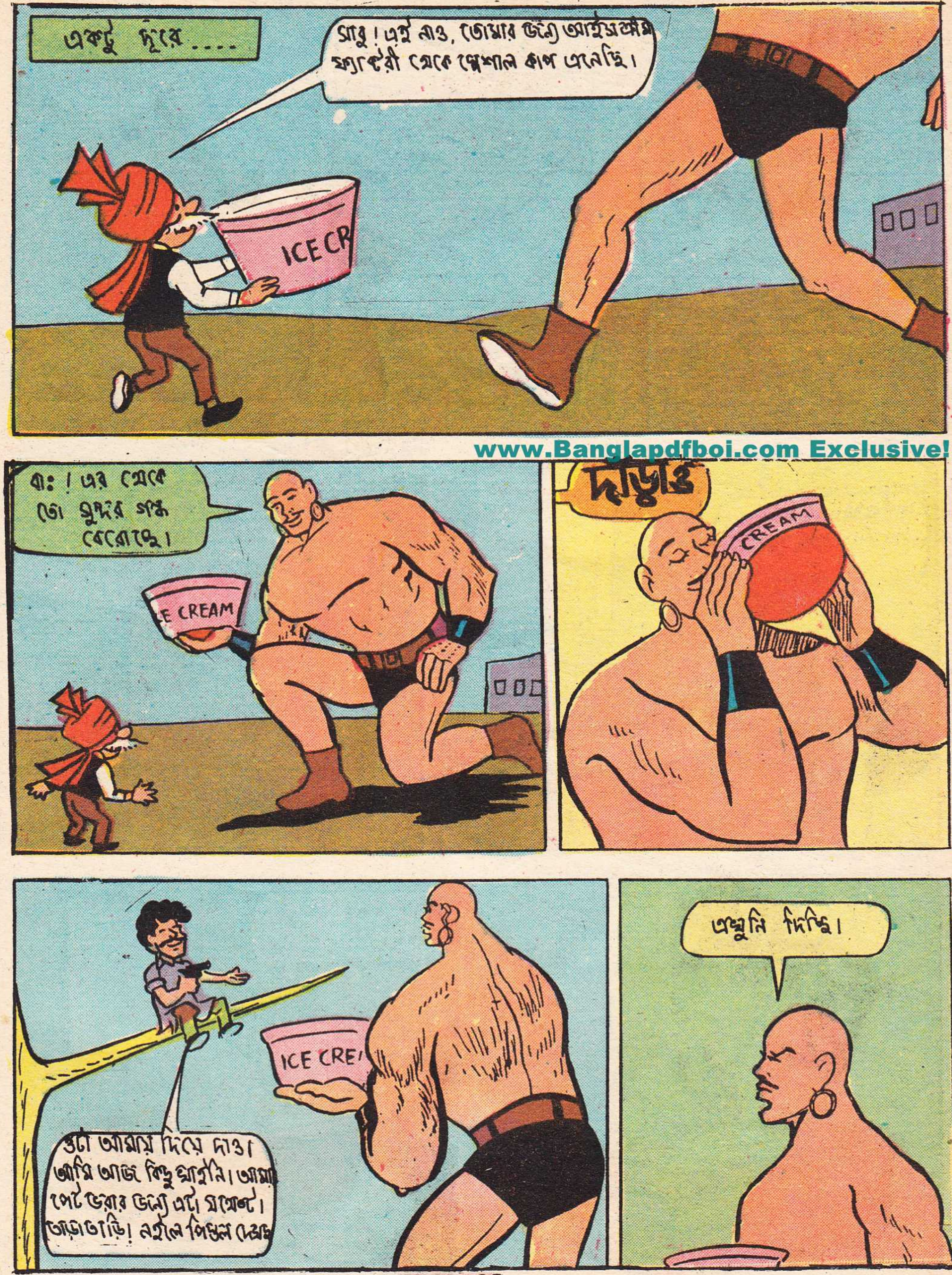


চাচা চৌধুরী ও জোমো
যাই, দেখি দীনু বাড়ী আছে নাকি?
ভৌ! ভৌ!
কি মগনলাল! ভয় পেয়ে গেছ? হা-হা! জোমো সবাইকে ভয় দেখায়।
তোমার ভাগ্য ভাল যে, আমি জোমোকে ধরে আছি নইলে ও তোমাকে তাড়া করে শহরের বাইরে পাঠিয়ে দিত।

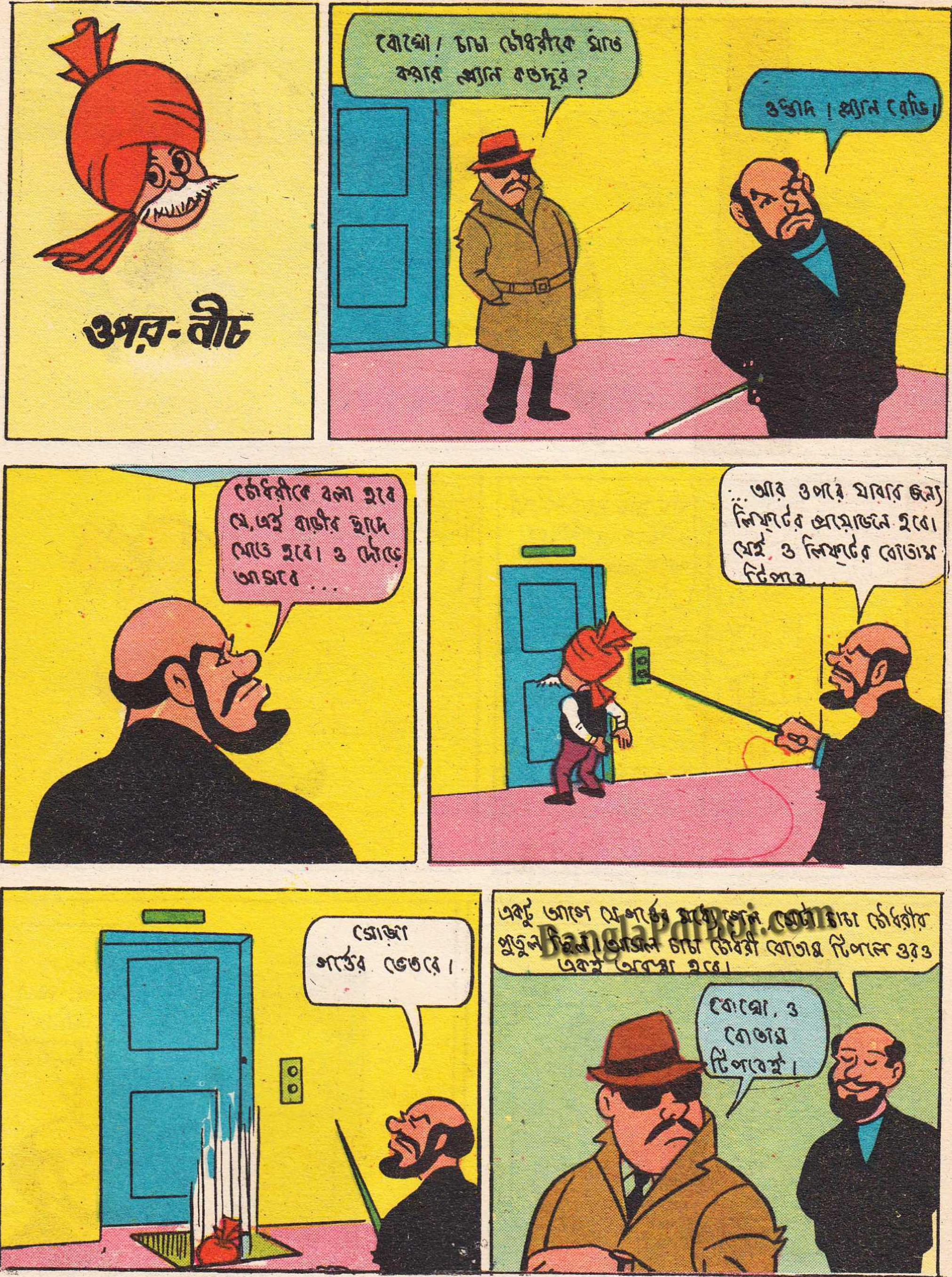

জোমোকে ভয় পেয়ে যখন কেউ পালায়, তখন সেটা দেখবার মতো দৃশ্য হয়। দেখি, ওদিকে কে আসছে।
আহা, চাচা চৌধুরী। জোমো তৈরী হয়ে নে। তোর আরেক শিকার আসছে।
তাড়াতাড়ি লুকিয়ে পড়। ও এলেই ঝাঁপিয়ে পড়বি। বাঃ! সেই দৃশ্য দেখার কি মজা।
শাবাশ! জোমো!
ভৌ! ভৌ!
আরে জোমো! তুই ল্যাজ গুটিয়ে পালিয়ে এলি যে?

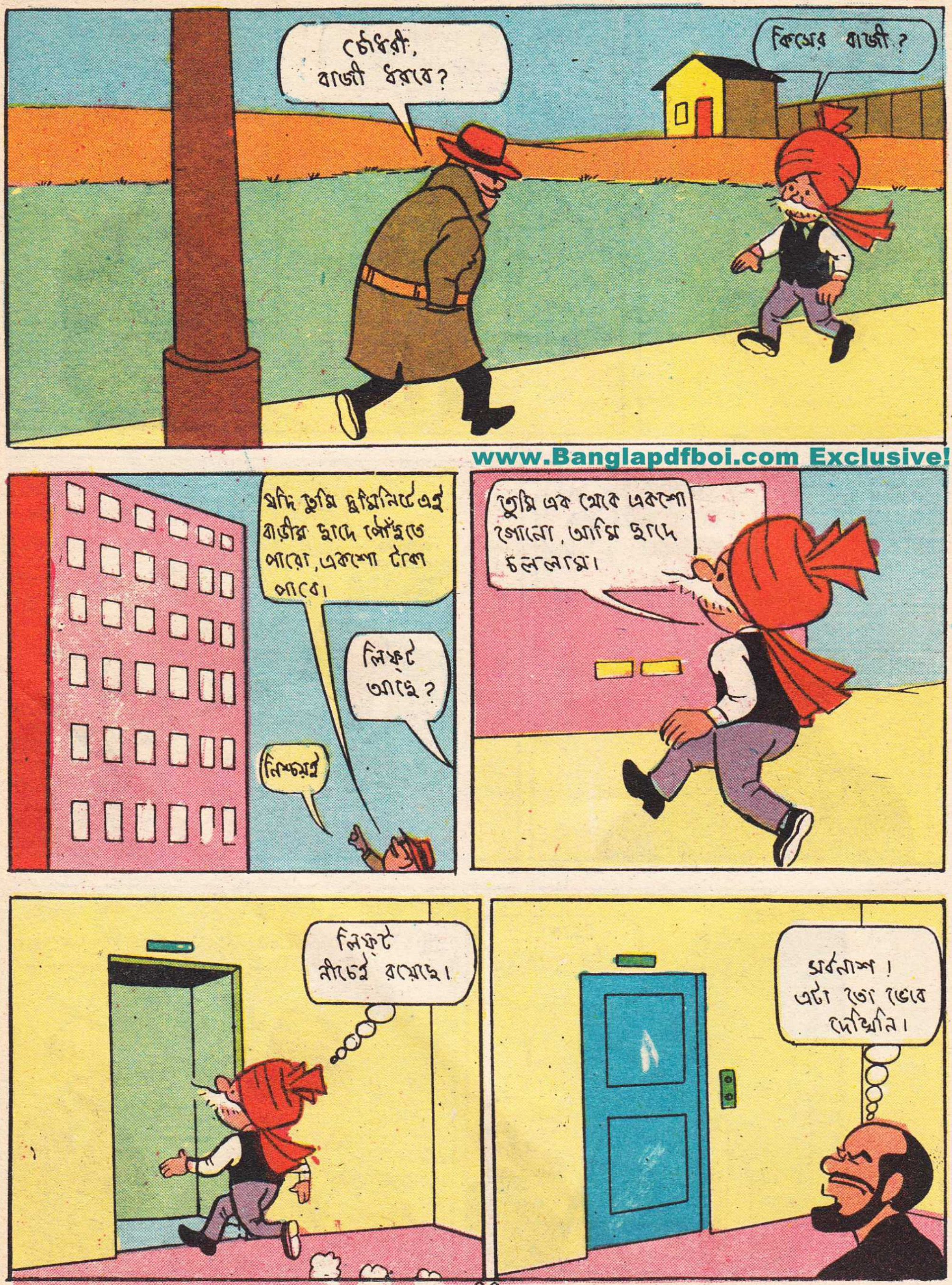

আয় আমার সঙ্গে। আমরা দুজনে মিলে চাচা চৌধুরীকে শহরের বাইরে তাড়িয়ে দিয়ে আসি। বড় মজা হবে।
!!
বাপ্ রে!
হা! হা!


আইসক্রীম
ট্যাঁপা! আজ বড্ড আইসক্রীম খেতে ইচ্ছে করছে।
দুমদাম! ফুটো পকেটে আইসক্রীমের স্বপ্ন দেখছিস?
আরে! দুমদাম পয়সা দিয়ে কিনে কিছু খায়না।
আমি জিনিষ ছিনিয়ে খাই। দেখ যা এই আমি চললাম।


একটু দূরে....
সাবু! এই নাও, তোমার জন্যে আইসক্রীম ফ্যাক্টরী থেকে স্পেশাল কাপ এনেছি।
ICE CR
বাঃ! এর থেকে তো সুন্দর গন্ধ বেরোচ্ছে।
E CREAM
দাঁড়াও
CREAM
ICE CRE
ওটা আমায় দিয়ে দাও। আমি আজ কিছু খাইনি। আমার পেট ভরার জন্যে এটা যথেষ্ট। তাড়াতাড়ি! নইলে পিস্তল চেপে
এক্ষুনি দিচ্ছি।


ধড়ক
এই নাও
CE CREAM
আইসক্রীম জমে গেছে।
এবার কাপে ভরে ফেলি।
ACTORY
CE CREAM
ছপাক
আঃ! শেষ পর্যন্ত
আইসক্রীম খাচ্ছি।


ওপর-নীচ
বোম্বো! চাচা চৌধরীকে মাত করার প্ল্যান কতদূর?
ওস্তাদ! প্ল্যান রেডি।
চৌধরীকে বলা হবে যে, এই বাড়ীর ছাদে যেতে হবে। ও দৌড়ে আসবে ...
... আর ওপরে যাবার জন্যে লিফ্‌টের প্রয়োজন হবে। যেই ও লিফ্‌টের বোতাম টিপবে...
সোজা গার্তের ভেতরে।
একটু আগে যে গার্তের মধ্যে গেল, সেটা চাচা চৌধরীর পুতুল ছিল। আসল চাচা চৌধরী বোতাম টিপলে ওরও একই অবস্থা হবে।
বোম্বো, ও বোতাম টিপবেই।


চৌধুরী, বাজী ধরবে?
কিসের বাজী?
যদি তুমি দুমিনিটে এই বাড়ীর ছাদে পৌঁছতে পারো, একশো টাকা পাবে।
লিফ্‌ট আছে?
নিশ্চয়ই
তুমি এক থেকে একশো গোনো, আমি ছাদে চললাম।
লিফ্‌ট নীচেই রয়েছে।
সর্বনাশ! এটা তো ভেবে দেখিনি।


আমি ছাদে পৌঁছে গেছি, এখনও আধমিনিট সময় বাকী। বার করো একশো টাকা।
ওপরে গিয়ে দিচ্ছি।
ওপরে পৌঁছেই ওকে গুলিতে ঝাঁঝড়া করে দেব।
বাঁচাও!

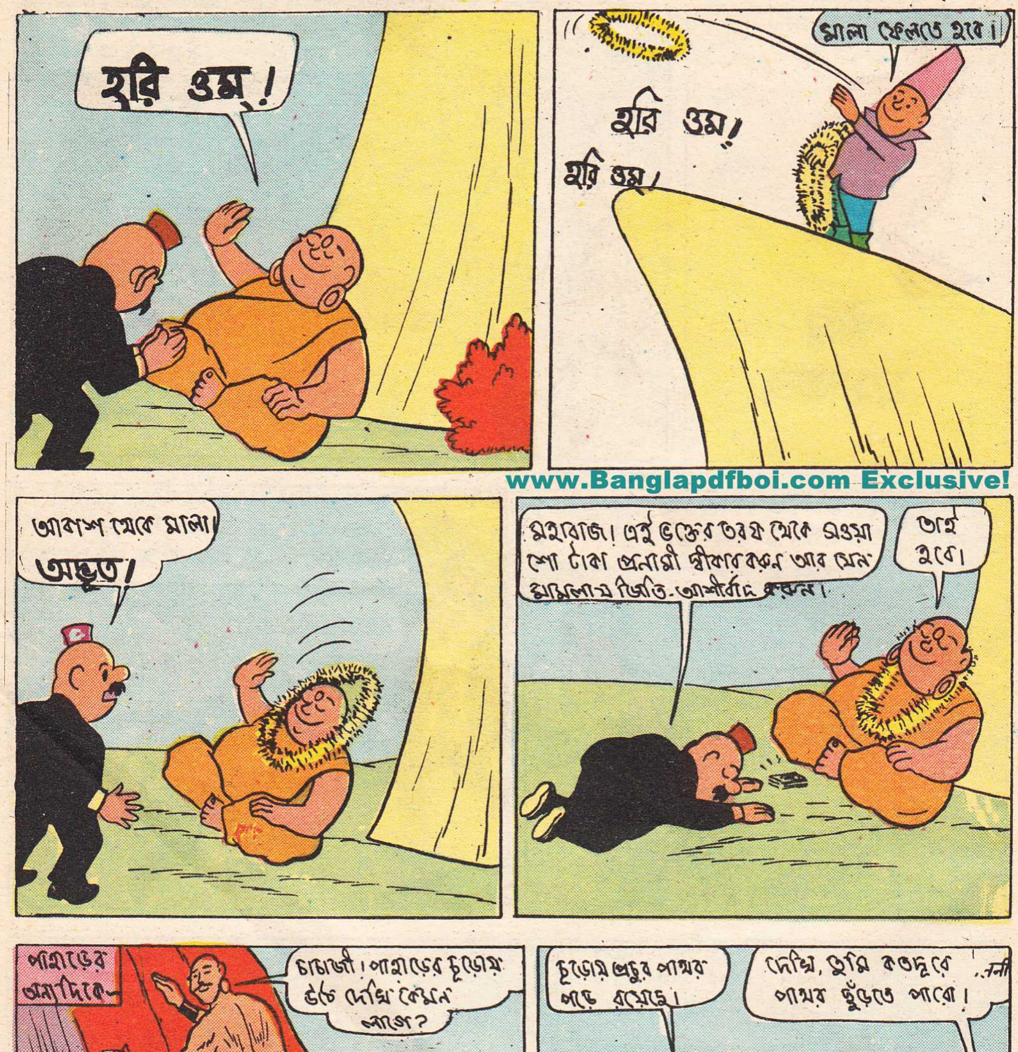

সাদা কলপ
চাচাজী, আজ সন্ধ্যায় টাউন হলে শহরের নাগরিকবৃন্দ আপনার সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানে এক লক্ষ টাকা দেবে স্থির করেছে।
আরে ভাই। সম্বর্ধনা তো মন্ত্রীদের দেওয়া উচিত। আমি একজন সাধারণ মানুষ।
www.Banglapdfboi.com Exclusive!
কোন মন্ত্রী আপনার মতো জনেতার নিঃস্বার্থ সেবা করতে পারবে না।
ভালো কথা। আমি সন্ধ্যায় টাউন হলে পৌঁছে যাব।
বটু! এই একলাখ টাকা যদি আমরা পাই। তাহলে?
কিন্তু কি করে, মোটু?



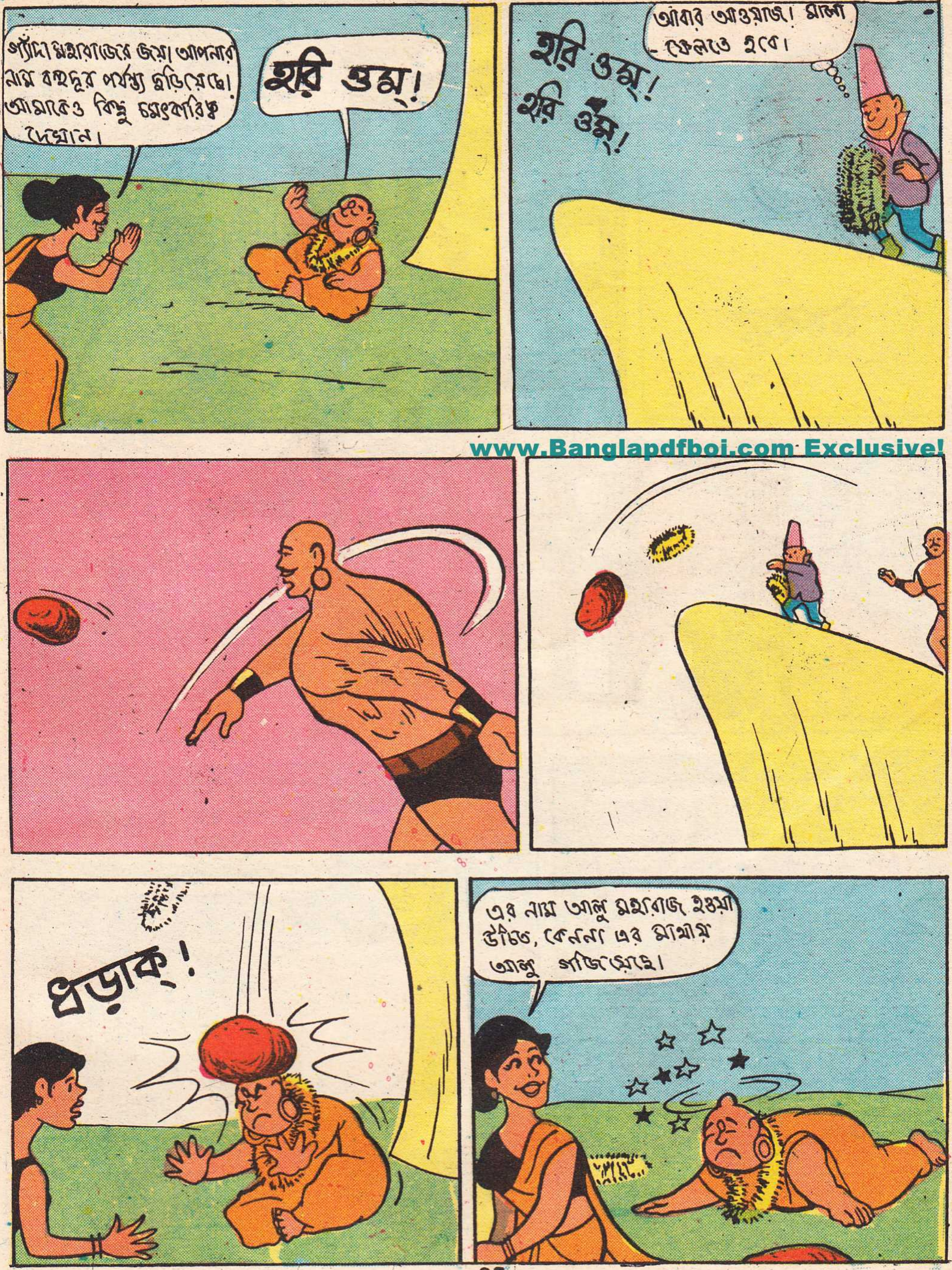
সন্ধ্যায় চাচা চৌধুরীর আগে টাউন হলে পৌঁছে টাকার থলি নিয়ে কেটে পড়ব।
কিন্তু তোমায় লোকে চিনে ফেলবে না?
গোঁফে সাদা রং লাগিয়ে চাচা চৌধুরীর মতো সেজে যাব।
লালা! কালো চুল সাদা করার কলপ দাও।
STORES
যে কোম্পানী এমন কলপ বানাবে, তার ব্যবসা লাটে উঠবে।
ক্যানভাসের জুতোয় লাগাবার সাদা চকের গুঁড়ো গোলা লাগিয়ে দেখো।
চলবে।
আহা! এ তো চমৎকার কাজ দিচ্ছে!
সন্ধ্যায়...
কি বন্ধু? এবার কেউ চিনতে পারবে?
মোটু! আমিও চিনতে পারছি না!

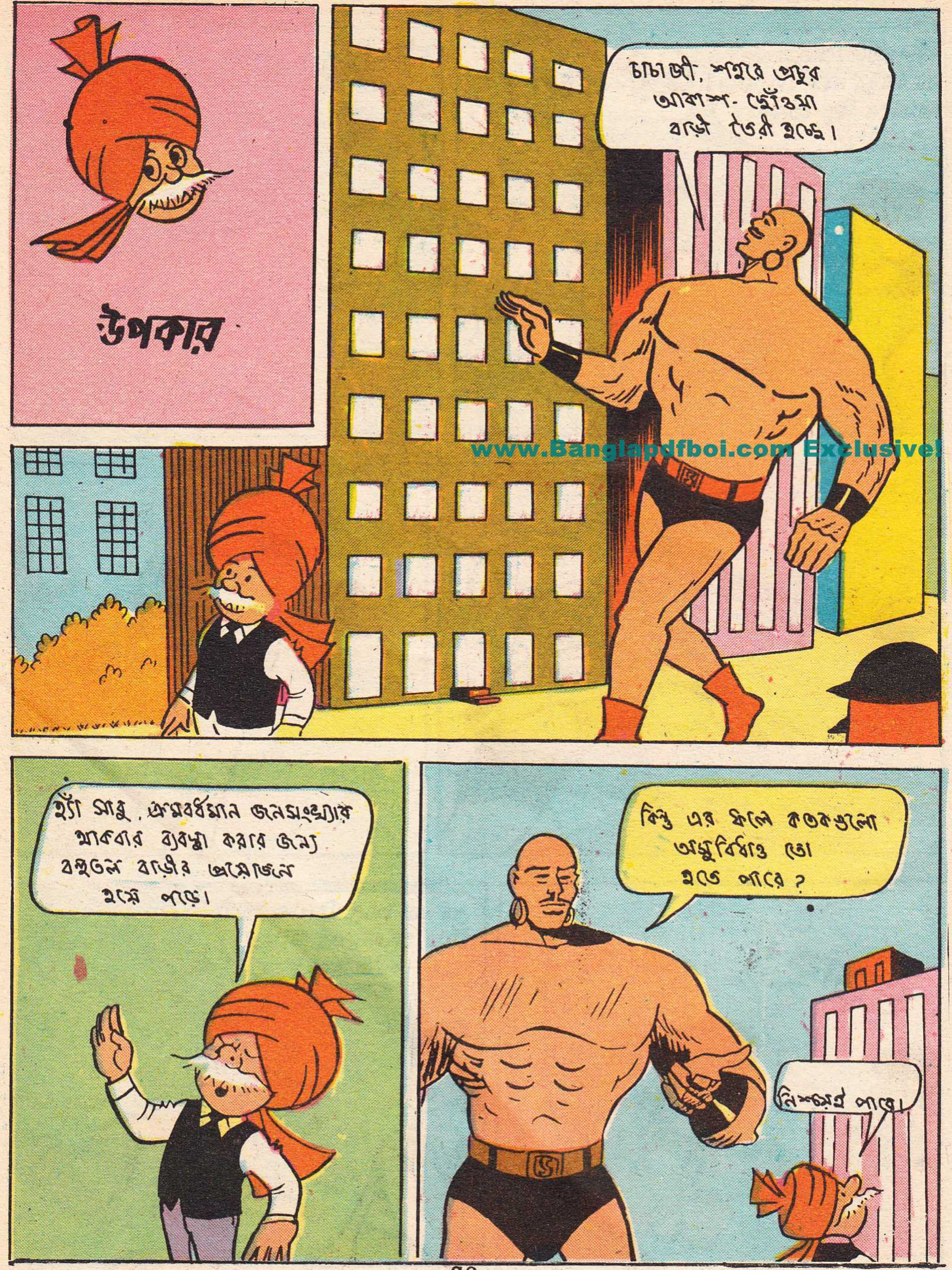

চাচা চৌধুরী
সম্বর্ধনা সভা
দেখেছি! এখানে সম্মান ও পয়সা — দুই-ই পাব।
চাচা চৌধুরীর কাছে আমরা ঋণী।
আরে, আরেক চাচা চৌধুরী।
কোন বহুরূপী হবে। এক লাখ টাকার লোভে সেজে এসেছে।
বন্ধু, একটু বাইরে এসো। এখুনি বোঝা যাবে যে, বহুরূপীটা কে?
এক লাখ টাকা নেবার আগে বৃষ্টির ঠান্ডা জলে ভালো করে স্নান করা উচিত।
হা! হা!
হো! হো!

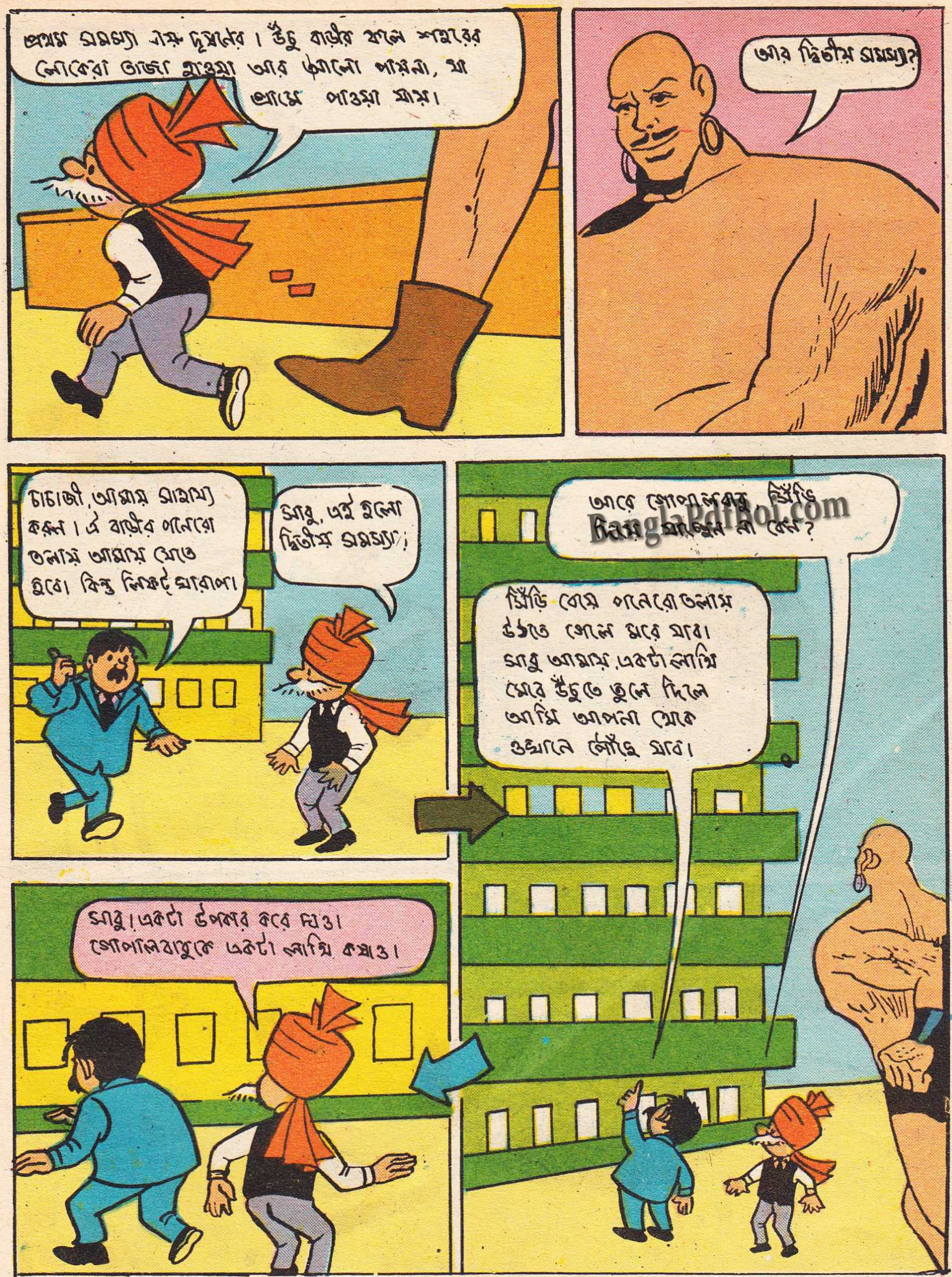

প্যাঁদা
মহারাজ
প্যাঁদা মহারাজ...
চেলারা, তোমরা তোমাদের কাজ বুঝে নিয়েছ?
পুরোপুরি মহারাজ।
তো যাও নিজের নিজের অভিনয় শুরু কর। সম্মান ও পয়সা প্রচুর পাওয়া যাবে।
মশাই! ওখানে সিদ্ধপুরুষ প্যাঁদা মহারাজ বসে আছেন, যার ওপর দেবতারা স্বর্গ থেকে প্যাঁদার মালা বৃষ্টি করেন। ওর কাছে যা চাইবেন-পাবেন।
আচ্ছা? চলোতো, দেখি!
আসুন আমার সঙ্গে। মানুষের কল্যান করতেই উনি এই পৃথিবীতে এসেছেন।
ঐ যে বসে আছেন। সোজা গিয়ে প্রনাম করুন।



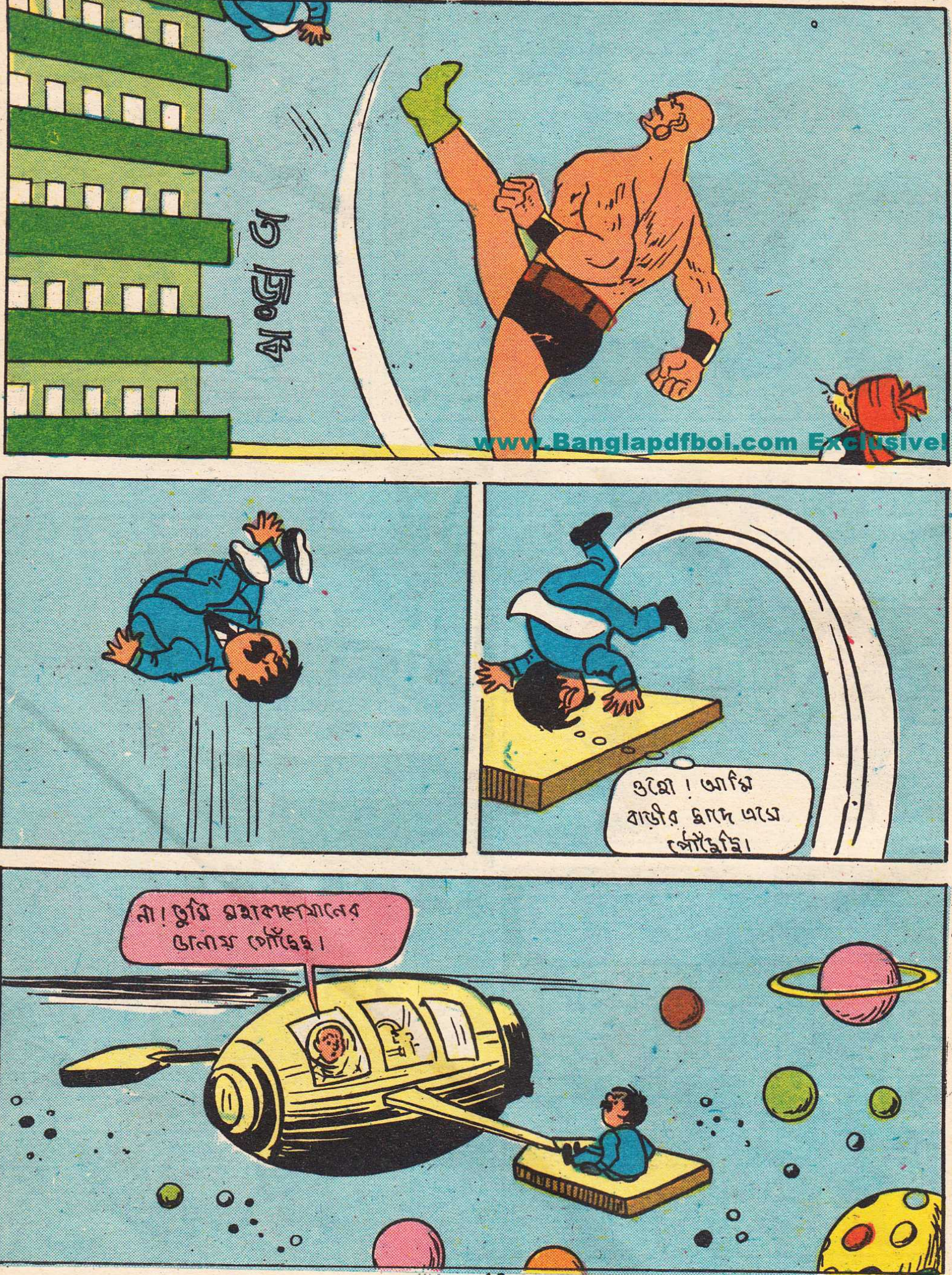
হরি ওম্!
মালা ফেলতে হবে।
হরি ওম্!
হরি ওম্!
আকাশ থেকে মালা!
অদ্ভুত!
মহারাজ! এই ভক্তের তরফ থেকে সওয়া শো টাকা প্রনামী স্বীকার করুন আর যেন মামলায় জিতি-আশীর্বাদ করুন।
তাই হবে।
পাহাড়ের অন্যদিকে-
চাচাজী! পাহাড়ের চূড়োয় উঠে দেখি কেমন লাগে?
চলো, আমিও পেছন-পেছনে আসছি।
চূড়োয় প্রচুর পাথর পড়ে রয়েছে।
দেখি, তুমি কতদূরে পাথর ছুঁড়তে পারো।

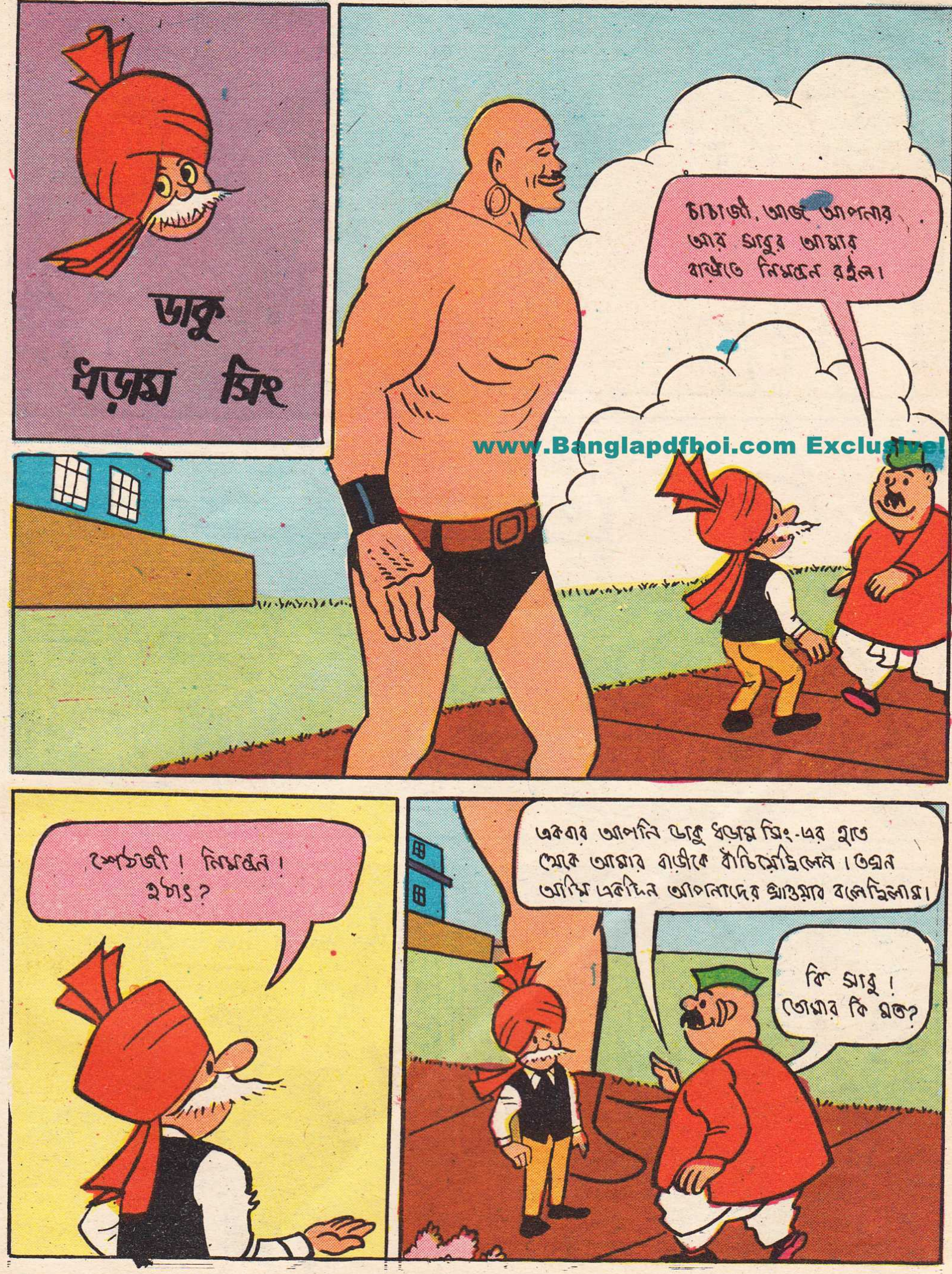

গ্যাঁদা মহারাজের জয়! আপনার নাম বহুদূর পর্যন্ত ছড়িয়েছে। আমাকেও কিছু চমৎকারিত্ব দেখান।
হরি ওম্!
হরি ওম্!
হরি ওম্!
আবার আওয়াজ! মালা ফেলতে হবে।
ধড়াক্!
এর নাম আলু মহারাজ হওয়া উচিত, কেননা এর মাথায় আলু গজিয়েছে।


উপকার
চাচাজী, শহরে প্রচুর আকাশ-ছোঁওয়া বাড়ী তৈরী হচ্ছে।
www.Banglapdfboi.com Exclusive!
হ্যাঁ সাবু, ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার থাকবার ব্যবস্থা করার জন্য বহুতল বাড়ীর প্রয়োজন হয়ে পড়ে।
কিন্তু এর ফলে কতকগুলো অসুবিধাও তো হতে পারে?
নিশ্চয়ই পারে।

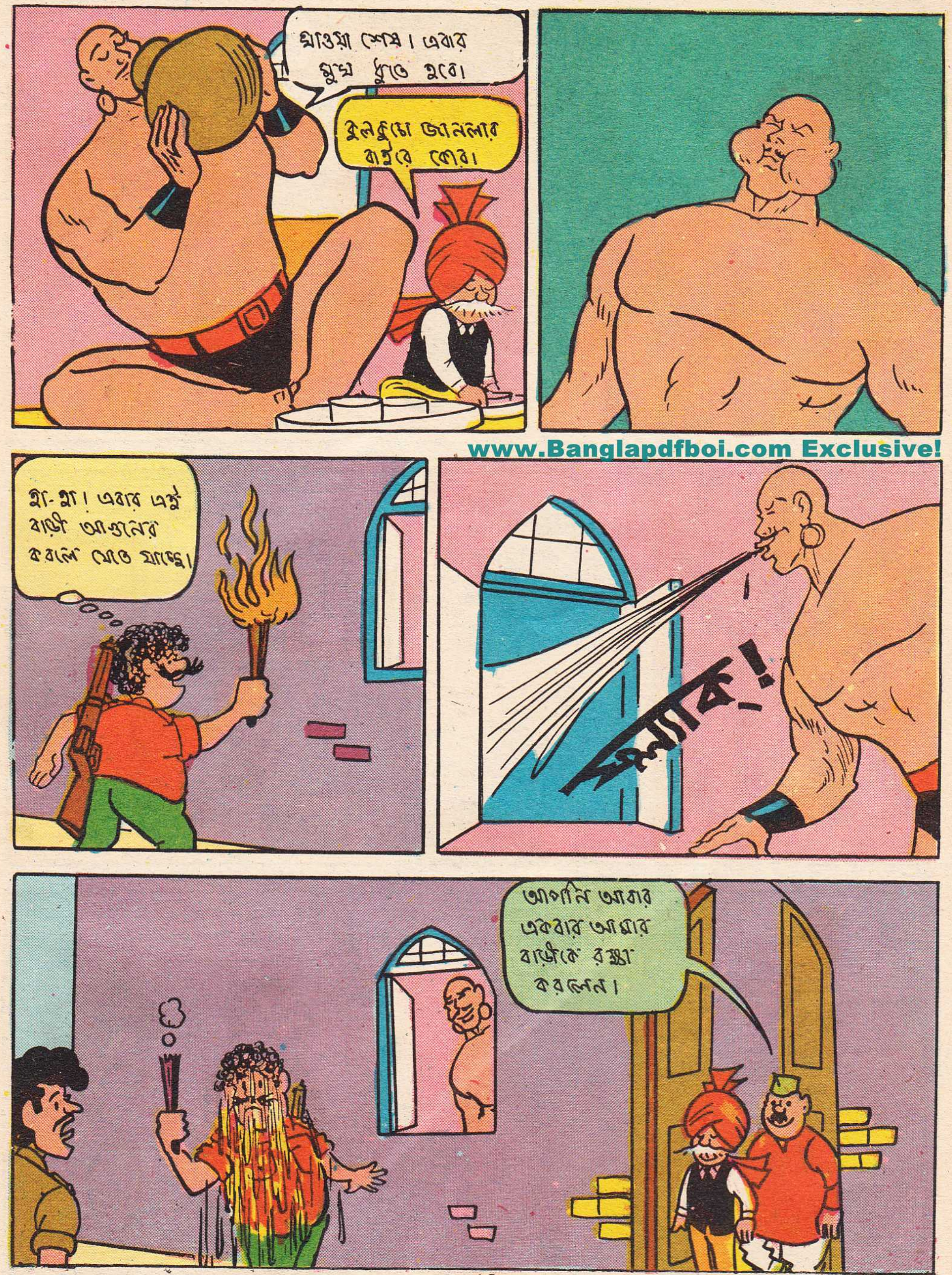


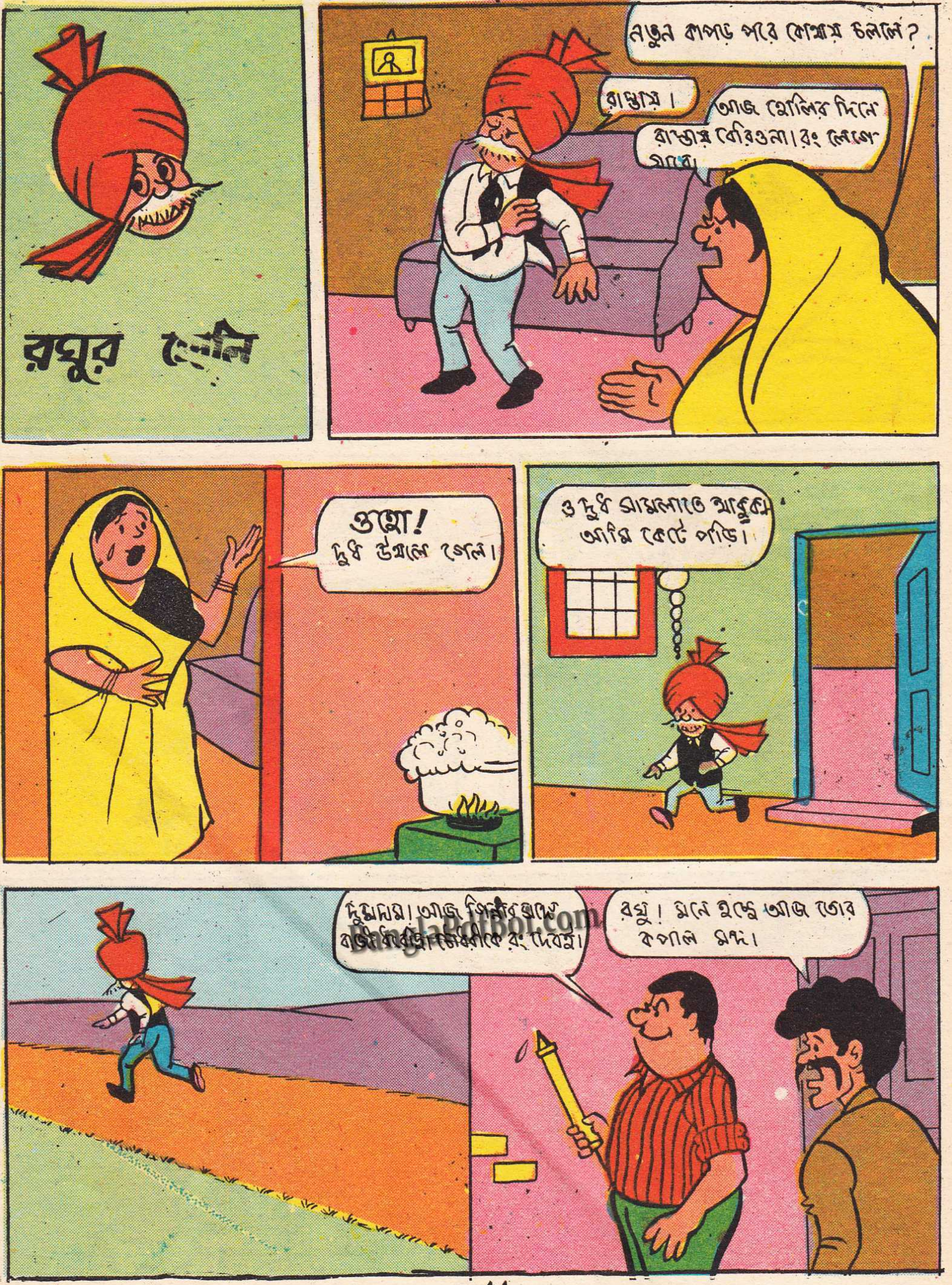
প্রথম সমস্যা বায়ু দূষনের। উঁচু বাড়ীর ফলে শহরের লোকেরা তাজা হাওয়া আর আলো পায়না, যা গ্রামে পাওয়া যায়।
আর দ্বিতীয় সমস্যা?
চাচাজী, আমায় সাহায্য করুন। ঐ বাড়ীর পনেরো তলায় আমায় যেতে হবে। কিন্তু লিফট্ খারাপ।
সাবু, এই হলো দ্বিতীয় সমস্যা!
আরে গোপালবাবু, সিঁড়ি দিয়ে যাচ্ছেন না কেন?
সিঁড়ি বেয়ে পনেরো তলায় উঠতে গেলে মরে যাব। সাবু আমায় একটা লাথি মেরে উঁচুতে তুলে দিলে আমি আপনা থেকে ওখানে পৌঁছে যাব।
সাবু! একটা উপকার করে দাও। গোপালবাবুকে একটা লাথি কষাও।


তড়াক
ওয়ো ! আমি বাড়ীর ছাদে এসে পৌঁছেছি।
না! তুমি মহাকাশযানের ডানায় পৌঁছেছ।

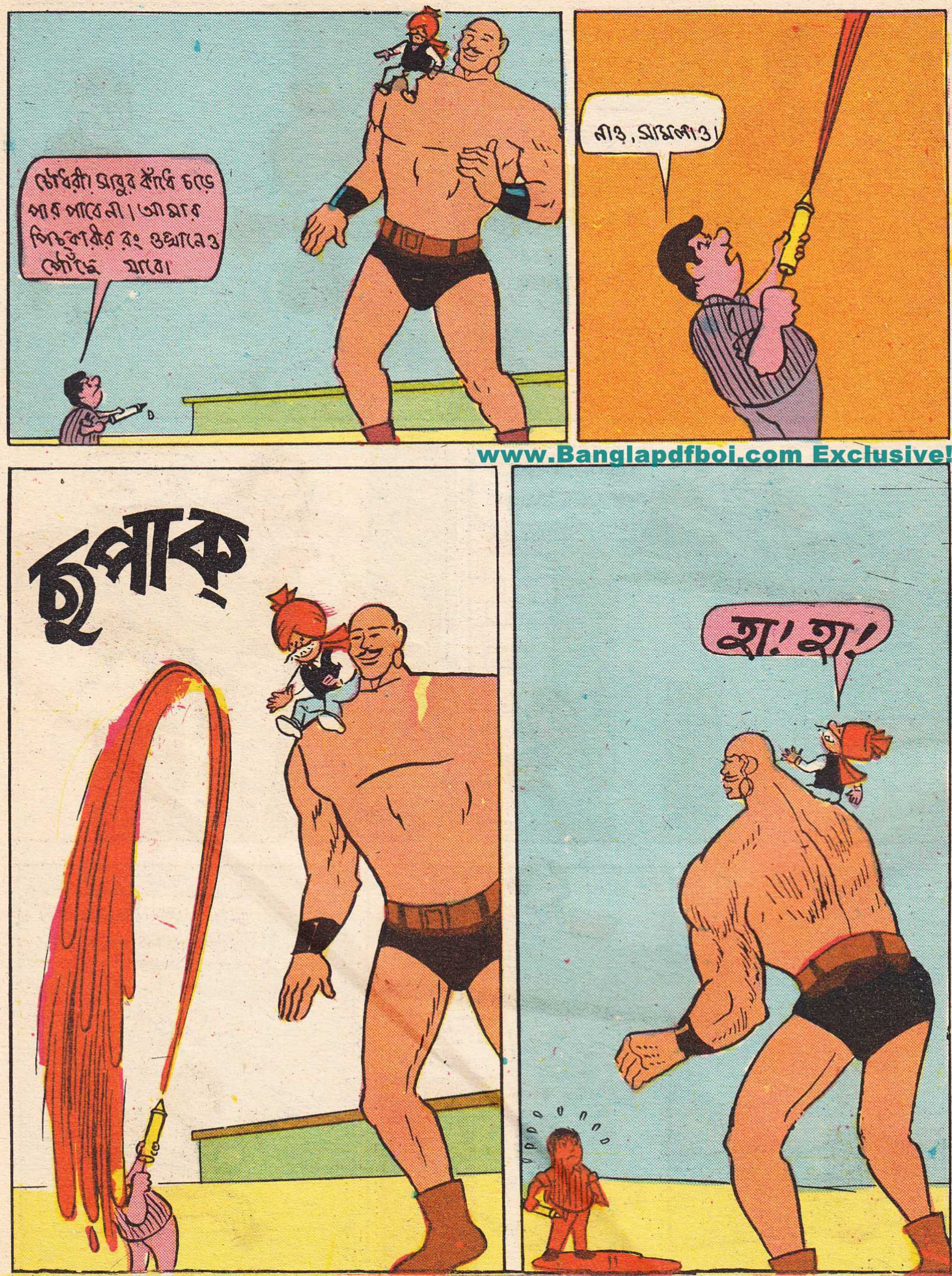

ডাকু ধড়াম সিং
চাচাজী, আজ আপনার আর সাবুর আমার বাড়ীতে নিমন্ত্রন রইল।
শেঠজী! নিমন্ত্রন! হঠাৎ?
একবার আপনি ডাকু ধড়াম সিং-এর হাত থেকে আমার বাড়ীকে বাঁচিয়েছিলেন। তখন আমি একদিন আপনাদের খাওয়াব বলেছিলাম।
কি সাবু! তোমার কি মত?


নিমন্ত্রন স্বীকার করুন। আমারও খিদে পেয়েছে।
চলো শেঠ! কিন্তু তোমার বাড়ীর দরজা দিয়ে সাবু ঢুকতে পারবে তো?
অনায়াসে! ঢুকতে পারবে!
কি? খাবার কেমন লাগছে?
বাঃ! মটর-পনীর কোফতা-এর তো কোন জবাব নেই।
ডাকু ধরাম সিং ...
সেদিন শেঠের বাড়ী লুটতে পারিনি, কিন্তু আজ পুড়িয়ে ছাই করে দেব।
সর্দার, আমি পুরো বাড়ীতে পেট্রোল ছিটিয়ে দিয়েছি।
PETROL
এখন শুধু আগুনের অপেক্ষা।


খাওয়া শেষ। এবার মুখ ধুতে হবে।
কুলকুচো জানলার বাইরে কোর।
হা-হা! এবার এই বাড়ী আগুনের কবলে যেতে যাচ্ছে।
ফ্যাক!
আপনি আবার একবার আমার বাড়ীকে রক্ষা করলেন।


রঘুর হোলি
নতুন কাপড় পরে কোথায় চললে?
রাস্তায়।
আজ হোলির দিনে রাস্তায় বেরিওনা। রং লেগে যাবে।
ওমা!
দুধ উথলে গেল।
ও দুধ সামলাতে আসুক আমি কেটে পড়ি।
দুষ্মনম! আজ
কে রং দেবই।
রঘু! মনে হচ্ছে আজ তোর কপাল মন্দ।


আরে, শুধু তো ওর গায়ে রং দেওয়া! তুই শুধু দেখে যা।
রঘুর বারোটা বেজে গেল।
রঘুর বৌ
চাচা চৌধুরী শুকনো কাপড়ে আসছে। ওর গায়ে রং দিয়ে দিই
হা! হা!
ছপাক্
এ তুমি কি করলে?
আরে, চোখের নিমেষে চাচা চৌধুরী কোথায় গায়েব হল?


চৌধুরী। সাবুর কাঁধে চড়ে পার পাবে না। আমার পিচকারীর রং ওখানেও পৌঁছে যাবে।
নাও, সামলাও।
ছপাক্
হা! হা!